فَاٰمِنُوۡا بِاللّٰہِ وَرَسُوۡلِہٖ وَالنُّوۡرِ الَّذِیۡۤ اَنۡزَلۡنَا ؕ وَاللّٰہُ بِمَا تَعۡمَلُوۡنَ خَبِیۡرٌ ○

সুতরাং তোমরা ঈমান আন আল্লাহ্‌র উপর এবং তাঁহার রসূলের উপর এবং সেই নূরের উপর যাহা আমরা নাযেল করিয়াছি এবং আল্লাহ্ তোমাদের কর্ম সম্বন্ধে,যাহা তোমরা কর সবিশেষ অবগত আছেন। (সূরা তাগাবুন 64ঃ9)

রিশ্‌তানাতা সম্পর্কিত

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)

প্রদত্ত

দুটি গুরুত্বপূর্ণ খুতবা

(২৪ শে ডিসেম্বর ২০০৪ ও ১৫ই জানুয়ারী ২০১০)

প্রকাশক

নাযারত নশর ও এশায়াত, কাদিয়ান, পাঞ্জাব, ভারত

রিশ্‌তানাতা সম্পর্কিত হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্
খামেস (আই.) প্রদত্ত দুটি গুরুত্বপূর্ণ খুতবা

লেখক ঃ হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)
ভাষান্তর ঃ বাংলাডেস্ক লন্ডন-এর সার্বিক তত্ত্বাবধানে অনূদিত
প্রকাশনায় ঃ নাযারত নশর ও এশায়াত কাদিয়ান, গুরদাসপুর, পাঞ্জাব
সম্পাদনায় ঃ বাংলা ডেস্ক, ভারত
প্রকাশকাল ঃ আগস্ট ২০২১ ভারত
সংখ্যা ঃ ১০০০
মুদ্রণে ঃ ফজল-এ-ওমর প্রিন্টিং প্রেস, কাদিয়ান, গুরদাসপুর, পাঞ্জাব

Two important Sermons
regardings Matrimonial Matters
By
Hadhrat Mirza Masroor Ahmad (atba)

Edition : August , 2021 (Bengali)
Edited by : Bangla Desk, India
Copies : 1000
Published by : Nazarat Nashr-o-Ishaat Sadr Anjuman Ahmadiyya, Qadian, Gurdaspur, Punjab
Printed at : Fazle Umar Printing Press, Qadian, Gurdaspur, Punjab

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

প্রকাশকের নিবেদন

নাযারত এসলাহ্ ও এরশাদ মারকাযিয়ার একটি প্রস্তাবনা মজলিশ শুরা ভারত ২০১৯ -এ উপস্থাপন করা হয়েছিল যে হুজুর আনোয়ার (আইঃ)-কর্তৃক প্রদত্ত খুতবা জুমুআ ২৪ শে ডিসেম্বর ২০০৪ এবং ১৫ জানুয়ারী ২০১০ বৈবাহিক বন্ধন সম্পর্কিত ভারতবর্ষের বহুল প্রচলিত সব ভাষাতে প্রকাশ করা হোক যেখানে জামাতের উল্লেখযোগ্য সদস্যসংখ্যা বিদ্যমান।
হুজুর আনোয়ার (আইঃ) প্রস্তাবনাটিকে সদয় অনুমোদন দান করেছিলেন। অনুমোদিত এই প্রস্তাবনা অনুযায়ী নাযারত নশর ও এশায়াত কাদিয়ান খুতবাদুটিকে পুস্তিকা আকারে প্রকাশ করার সৌভাগ্য অর্জন করছে।
ইতিপূর্বে বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত খুতবা দুটির বাংলা অনুবাদ পুস্তিকা আকারে কম্পোজ করেছেন মোকাররমা বুশরা হামিদ সাহেবা এবং পুস্তিকাটির রিভিউ করেছেন জনাব মহম্মদ আলী মুরুব্বী সিলসিলা এবং প্রুফ দেখে সহযোগিতা করেছেন জনাব হুমায়ুন কবীর জামেয়া আহমদীয়া কাদিয়ান এবং মোকাররমা সাজিদা খাতুন সাহেবা। পুস্তিকাটির সম্পাদন করেছেন জনাব জাহিরুল হাসান ইনচার্য বাংলা ডেস্ক কাদিয়ান।
সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আইঃ)-এর অনুমোদনে পুস্তিকাটির বাংলা সংস্করণ কাদিয়ান থেকে প্রথমবার প্রকাশিত হচ্ছে।
পুস্তিকাটির প্রকাশনায় বিভিন্নভাবে যারা যেভাবে সেবা প্রদান করেছেন তাদের সবাইকে আল্লাহ্ তা'লা অশেষ পুরস্কারে ভূষিত করুন এবং এর প্রকাশ জামাতের আপামর সদস্যের উত্তম তরবিয়তের কল্যাণময় উৎস হয়ে উঠুক। আমীন।

আগষ্ট ২০২১
কাদিয়ান

হাফিয মখদুম শরীফ
নাযির নশর ও এশায়া'ত কাদিয়ান

বিধবা এবং বিবাহযোগ্য ছেলে মেয়েদের বিয়ের বিষয়ে কোরআন মজীদ, আহাদীস নববী এবং হযরত মসীহ্ মওউদ আলায়হেস সালামের নির্দেশনার আলোকে

গুরুত্বপূর্ণ উপদেশাবলী

জুমুআর খুতবা

সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল্ মসীহ্ আল্ খামেস আইয়্যাদাহুল্লাহু তা'আলা বেনাসরিহিল আযিয কর্তৃক ২৪ শে ডিসেম্বর ২০০৪ ইং / ২৪ ফাতাহ ১৩৮৩ হিজরী শামসী তারিখে বায়তুস্ সালাম প্যারিস, ফ্রান্সে প্রদত্ত

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ
وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ
أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○
مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ○ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ○ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ○
صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ○

وَاَنْكِحُوا الْاَيَامٰى مِنْكُمْ وَالصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَآئِكُمْ ؕ اِنْ يَّكُوْنُوْا
فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ؕ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ○
(সূরা নূর 24 ঃ 33)

আজকাল বিয়েশাদী সংক্রান্ত অনেক জটিলতা সামনে আসে। নিত্যদিনের চিঠিপত্রে এ বিষয়ে লেখা হয়। কনেপক্ষ থেকে মহিলারা তাদের মেয়েদের বিয়েশাদি সংক্রান্ত সমস্যার কথা জানায়। আর্থিকভাবে অস্বচ্ছলদের বিয়েশাদি সংক্রান্ত সমস্যার কথা থাকে তা সে ছেলেই হোক বা মেয়ে। বিধবাদের বিয়েশাদির সমস্যা রয়েছে। কতক বিধবা এমন যারা বিয়ের উপযুক্ত আর কিছু কিছু এমন যারা নিজেদের সুরক্ষার জন্য বিয়ে করতে চায়; তাদের বিয়েশাদি বিষয়ক সমস্যা রয়েছে। কিন্তু এরকম বিধবারা কখনো কখনো সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীর কারণে ভয় পেয়ে যায় এবং তাদের বিয়ের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে এ বিষয়টি উপলব্ধি করা সত্ত্বেও তারা বিয়ে করে না। মোটকথা, বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের সমস্যা ভিন্ন ভিন্ন। আমাদের পূর্বগোলার্ধের দেশগুলোর বিধবাদের প্রসঙ্গে আজ কিছু কথা বলব। এ বিষয়টিকে ভীষণ মন্দ একটি বিষয় মনে করা হয় বরং কোন মহিলা একবার বিধবা হলে দ্বিতীয় বিয়ে তার জন্য পাপ মনে করা হয়। আর কোন কোন নিরুপায় মহিলারা নিজেদের

অবস্থার কারণে বিয়ে করতে চায়। তাদের সম্বন্ধ পাকা হয়ে যায় কিন্তু তাদের আত্মীয়-স্বজন এ বিষয়টিকে কবিরা গুনাহ্ মনে করে যেভাবে আমি বললাম। আর এভাবে তাদের সম্পর্কে বিভিন্ন ধরণের কথাবার্তা বলে এবং বেচারা সেই মহিলাকে এতটাই বাধ্য করে ফেলে যে তারা নিজেদের জীবন নিয়ে আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। আক্ষেপ! এখানে ইউরোপে এসে অন্যান্য বিষয়ে উজ্জ্বল দৃষ্টিভঙ্গীর নামে এমন অনেক বিষয়াদিতে জড়িয়ে যায় যেগুলোর কিছু ইসলাম অননুমোদিত অথচ বিধবাদেরকে বিয়ে কর এই ঐশী নির্দেশের ব্যাপারে আত্মাভিমান প্রদর্শন করে।

আল্লাহ্ তা'লা কুরআন করীমে বলেন, আমি যে আয়াতটি তিলাওয়াত করেছি তা হলো, তোমাদের মধ্যে বিধবাদের বিয়ে দাও। আর এভাবে তোমাদের দাস দাসীদের মধ্যে যারা সৎ, তোমরা তাদের বিয়ে করাও। তারা দরিদ্র হলে আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহে সচ্ছল বানিয়ে দেবেন। আর আল্লাহ্ তা'লা প্রাচুর্যের অধিকারী, সর্বজ্ঞানী। এই হলো আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশ যা আমাদেরকে পালন করা উচিত। আল্লাহ্ তা'লা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেন, সমাজে সৎ গুণাবলীর প্রচলন করতে হলে সমাজে বিয়ের উপযুক্ত বিধবাদের বিয়ে দেয়ার চেষ্টা কর বরং সে যুগে যারা দাস দাসী ছিল তাদের মধ্যে যারা সচ্চরিত্রবান তাদেরও বিয়ে করিয়ে দাও যেন মন্দ বিস্তারলাভ না করে। সমাজের দরিদ্র শ্রেণী যেন হতাশার শিকার না হয়। তো এই হলো বিয়ের বাধ্যবাধকতার নির্দেশ। বর্তমান যুগে দাসপ্রথা নেই ঠিকই কিন্তু এমন অনেক দেশে দারিদ্রতা বিদ্যমান এবং দারিদ্রের কারণে বিয়ে শাদি হয় না। জামাত এসব লোকদেরকে সাহায্য করে। তাই ব্যক্তিগতভাবে কেউ কেউ সাহায্য করে এবং করা উচিতও। বলা হয়েছে যে একথা ভেবো না যে তারা দরিদ্র বলে তাদেরকে বিয়ে করাবে না। পুরুষ যদি কোন কাজকর্ম না করে বা চাকরি না করে অথবা আয় উপার্জনের যদি তেমন কোন উপায় না থাকে তাহলে তাদেরকে বিয়ে করিয়ে দাও আর তারপর জামাতের ব্যবস্থাপনার অধীনে এসব মানুষের চাকরি বা ব্যবসা বণিজ্যের চেষ্টা প্রচেষ্টা করা হয় এবং করা উচিত। এভাবে চেষ্টা করা হলে গুটিকয়েকের জন্য ভিন্ন সকলের এই অনুভূতি জন্মে যে তাদেরকে নিজ স্ত্রী-সন্তানকে দেখাশুনা করতে হবে; তাই একটা কিছু কাজকর্ম করা প্রয়োজন; কোন ব্যবসা-বাণিজ্য, কোন একটা চাকরি করা প্রয়োজন; তবে ব্যতিক্রম ভিন্ন কথা। অধিকাংশ স্ত্রীও নিজের স্বামীকে কোন একটা কাজকর্ম বা চাকরি

করার জন্য জোর গুরুত্বারোপ প্রদান করে থাকে। স্ত্রীও তার প্রতি চাপ সৃষ্টি করে এর ফলেও তার টনক নড়ে। বিয়ের পরে দরিদ্রতা ঘুচে স্বচ্ছলতা ফিরেছে এমন আরো কিছু দৃষ্টান্ত রয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, এটি তাঁর কাজ। তিনি জানেন, কার কি ভবিষ্যত। সমাজের দায়িত্ব হলো বিধবা, দরিদ্র নির্বিশেষে সকলের বিয়ের চেষ্টা করা। এর ফলে সমাজ অনেক অপবিত্রতা থেকে মুক্ত হয়ে যাবে; সুরক্ষিত থাকবে। যেভাবে আমি পূর্বেই বলেছি যে বিধবাদের মধ্যে এমন অনেকেই রয়েছে যারা বিয়ের বাসনা রাখে, যাদের জন্য বিয়ে প্রয়োজন আর একটি বিরাট সংখ্যক বিধবারা স্বামীর মৃত্যুর পরে বিভিন্ন ধরণের সামাজিক জটিলতায় জর্জরিত। এর ফলে তাদের মনে একটি আশ্রয়, ঠিকানা লাভের বাসনা জাগে। চিরকাল সমস্যায় জর্জরিত থাকার চেয়ে সুরক্ষিত থাকে। কাজেই বলা হয়েছে, পবিত্র সমাজের জন্য এবং সমাজের বিভিন্ন জটিলতা সমাধার লক্ষে তাদের বিয়ে করানোর জন্য পরিপূর্ণভাবে চেষ্টা কর। তো এটি ঐশী নির্দেশ আমি যেভাবে বলেছি কোন কোন সমাজ এ বিষয়টিকে অপছন্দ করে। ইসলামী এবং আহমদী সমাজ বলে আখ্যায়িত হয়েও কেউ কেউ এ বিষয়টিকে অপছন্দ করে। সুতরাং প্রত্যেক আহমদীকে একথা মনে রাখতে হবে যে, আল্লাহ্ তা'লার বিধিবিধানের স্থানে আমাদের সমাজে বিভিন্ন প্রথা অর্থাৎ যেসব প্রথা বিধর্ম বা অমুসলিমদের বিকৃত ধর্মচর্চার অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে আমাদের মাঝে শেকড় গাড়ছে বা আমাদের মাঝে অনুপ্রবেশ করছে সেগুলো আমাদের মধ্য থেকে দূর করা উচিত।

আল্লাহ্ তা'লা তো বিধবাদেরকে এই অনুমতি দান করেন যে, কারো স্বামী মারা যাওয়ার কারণে বিধবা হওয়ার পরে চার মাস দশ দিন মেয়াদের ইদ্দতকাল পূর্ণ করে সে স্বেচ্ছায় বিয়ে করলে কোন অসুবিধা নেই। কারো কাছ থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের বা বয়োজ্যেষ্ঠ কারো কাছে জিজ্ঞেস করার কোন প্রয়োজন নেই। কিন্তু শর্ত হলো ন্যায়সঙ্গতভাবে আত্মীয়তা কর। সমাজ যেন জানে, বিয়ে হচ্ছে তাহলে কোন অসুবিধা নেই। মোটকথা, বিধবাদেরকে নিজেদের ব্যাপারে নিজেদেরই সিদ্ধান্ত গ্রহণের পরিপূর্ণ অধিকার দেয়া হয়েছে বা অনুমতি দেয়া হয়েছে এবং মানুষকে একথা বলা হয়েছে, অকারণে তোমরা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির চেষ্টা করবে না এবং নিজেদের আত্মীয়তার দৃষ্টান্ত দেয়ার চেষ্টা করবে না। এই বিধবাদের যদি বৈধভাবে ও ন্যায়সঙ্গতভাবে বিয়েশাদী হয় তাহলে আল্লাহ্

তা'লা এর অনুমতি দেন; এতে কোন পাপ নেই। তুমি নিজেকে বংশের বড় ভেবে অথবা এই সম্বন্ধ ঠিক না বা হওয়া উচিত নয় এসব বলে বড় সম্বন্ধের দৃষ্টান্ত দিয়ে বাধ সাধবে না। বিধবাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্ণ অধিকার রয়েছে। তোমরা সকল প্রকার দায়মুক্ত। আল্লাহ্ তোমাদের মনের অবস্থা জানেন। তুমি যদি কোন কারণে সদুদ্দেশ্যে এই বাধা দেয়ার বা এই সম্বন্ধ না করার ব্যাপারে বুঝানোর চেষ্টা কর তাহলে সেক্ষেত্রে খুব বেশি হলে তোমার মনের কথা তাকে বলতে পার আর তারপর তোমার কাজ শেষ; সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বাধীনতা সেই বিধবার। আল্লাহ্ তা'লা তোমাদের মনের অবস্থা জানেন। তিনি তোমার নিয়্যত সম্পর্কে সম্যক অবগত রয়েছেন। তোমাকে এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে না। সদুদ্দেশ্য থাকলে এর প্রতিদান লাভ করবে।
এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'লা বলেন,

وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا يَّتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّعَشْرًا ۚ فَاِذَا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا فَعَلْنَ فِيْٓ اَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ○

(সূরা বাকারা 2 ঃ 235)

অর্থাৎ তোমাদের মাঝে যারা স্ত্রীদের রেখে মারা যায় এরা (অর্থাৎ স্ত্রীরা) যেন নিজেদের ক্ষেত্রে চার মাস দশ দিন অপেক্ষা করে। অতএব এরা যখন এদের নির্ধারিত সময় পূর্ণ করে তখন এরা ন্যায়সঙ্গতভাবে নিজেদের বিষয়ে যা কিছু করবে এর জন্য তোমাদের কোন পাপ হবে না। আর তোমরা যা কর আল্লাহ্ সে সম্বন্ধে পুরোপুরি অবগত।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এ প্রসঙ্গে বলেন, "কুমারীদের মতই বিধবা বিয়ের বিধান। যেহেতু কোন কোন জাতি বিধবা বিয়েকে মানহানীকর জ্ঞান করে এবং এই কদাচার ছড়িয়ে গেছে। এ কারণে বিধবাদের বিয়ের স্বার্থে এই বিধান হয়েছে। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে প্রত্যেক বিধবার বিয়ে করাতে হবে। বিয়ে তো তারই হবে যে বিয়ের উপযুক্ত এবং যার জন্য বিয়ে জরুরী। কোন কোন মহিলা বৃদ্ধ হয়ে বিধবা হয়। কেউ কেউ এমন যে সে আর বিয়ের উপযুক্ত নয়। উদাহরণস্বরূপ কেউ এমন চিররোগী যে বিয়ের উপযুক্ত নয় অথবা বহু সন্তানের অধিকারী এবং সম্পর্কের আধিক্যের কারণে এমন অবস্থার উপক্রম হয় যে দ্বিতীয় বিয়ের জন্য তার মন আর সায়ই দেয়

না। এমতাবস্থায় মহিলাকে জোর করে ধরে নিয়ে বিয়ে করাতেই হবে এমনটি আবশ্যক নয়। তবে হ্যাঁ, বিধবা মহিলাকে জোরপূর্বক জীবনভর পতিহীন অবস্থায় রেখে দেয়ার মত এই অপসংস্কৃতিরও শেষ হওয়া প্রয়োজন। (মলফুযাত ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩২০, নতুন সংস্করণ)

হুযুর (আ.) স্পষ্টভাবে বর্ণনা করে এর ব্যাখ্যা করে দিয়েছেন, প্রথম কথা হলো সমাজ ও নিকটাত্মীয়দের জন্য নির্দেশ হলো যদি কেউ বিয়ের বয়সে বিধবা হয় তাহলে তোমরা তার সম্বন্ধের জন্য ঠিক সেভাবেই চেষ্টা কর যেভাবে কুমারী যুবতী মেয়েদের সম্বন্ধের জন্য তোমরা করে থাক। এটি তোমাদের জন্য মানহানীকর কোন কিছু নয় বরং তোমাদের প্রকৃত সম্মান এর মাঝেই নিহিত। দ্বিতীয়ত : কেউ যদি বয়ো:বৃদ্ধির কারণে বা সন্তানের আধিক্যের কারণে অথবা নিজের অন্যান্য পরিস্থিতির কারণে কিংবা কোন অসুস্থতার জন্য বিয়ে করতে না চায় তবে সেই সিদ্ধান্তও তার ব্যক্তিগত কাজ। তোমরা তাকে একটি প্রস্তাব দিয়ে দাও। আত্মীয়তা করানোর জন্য, বাধা দেয়ার জন্য নয়। সম্বন্ধ করা বা না করা একান্তই তার ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত। তার ব্যক্তিগত অধিকার। মোটকথা তাকে যেন বাধ্য করা না হয়। জোরপূর্বক কোন বিধবাকে জীবনভর বিধবা করে রেখে দেয়ার সমাজের বা আত্মীয়-স্বজনের কোন অধিকার নেই। যদি কেউ স্বেচ্ছায় বিয়ে করতে চায় তবে তাকে কুরআনের বিধান অনুযায়ী বিয়ে করতে দাও। কারো বিয়ের ক্ষেত্রে বাধ সাধাও ভীষণ নিরর্থক ও অপসংস্কৃতি এবং একে নিজেদের মধ্য হতে বিদায় করে দাও।

একটি বর্ণনাতে এসেছে, হযরত আলী বিন আবি তালিব (রা.) থেকে বর্ণিত নবী করীম (সা.) তাকে তিন বার বলেন, হে আলী! নামাযের সময় হলে দেরি করবে না। আর একইভাবে জানাযা উপস্থিত হলে বা কোন মহিলা বিধবা হলে এবং (বিয়ের জন্য) তার সমমর্যাদার সম্বন্ধ পাওয়া গেলে সেখানে বিলম্ব করবে না। (তিরমিযী, কিতাবুস সালাত, বাবু ফীল ওয়াকতিল আউওয়ালি)

এখানে হুযুর (সা.) মানুষের সাথে সম্পর্কিত দু'টি বিষয়কে ইবাদতের সাথে রেখেছেন। প্রথমত: নামায; আল্লাহ্ তা'লার সামনে অবনত হওয়া, তাঁর ইবাদত করা ফরয (আবশ্যকীয়)। ইবাদতের উদ্দেশ্যেই মানবজাতিকে সৃষ্টি

করা হয়েছে। ইবাদত সময়মত আদায় করার নির্দেশ রয়েছে আর ইবাদতের সময় হলে দেরি করা ঠিক নয়; এতেই আমাদের কল্যাণ। আল্লাহ্ তা'লা কর্তৃক নির্ধারিত সময় অনুযায়ী ইবাদত করার মাঝেই পবিত্র সমাজ গঠনের নিশ্চয়তা রয়েছে। এরপর জানাযার কথা বলেন, মৃতব্যক্তির দাফন কাজও তাড়াতাড়ি করা উচিত। এতে মৃতব্যক্তির সম্মানও নিহিত রয়েছে। কোন কোন পরিবারে দীর্ঘক্ষণ জানাযা রাখার কারণে বিভিন্ন জটিলতার সৃষ্টি হয়; তাই তাড়াতাড়ি দাফন করে দাও। তারপর বলেন, বিয়ের উপযুক্ত কোন মহিলা বিধবা হয়ে গেলে তার সমমর্যাদা বিশিষ্ট যথোপযুক্ত সম্বন্ধ পাওয়া গেলে অর্থাৎ মহিলার যে সামাজিক মর্যাদা, পারিবারিক দিক থেকে, তার বসবাসের বিবেচনায় সমমনা পুরুষ পাওয়া গেলে আর সেই মহিলার পছন্দ হলে আত্মীয়-স্বজন যেন এত বাধ না সাধে বরং তাকে যতদ্রুত সম্ভব বিয়ে করিয়ে দেয়াই উচিত। এর ফলে সুন্দর সমাজ প্রতিষ্ঠা পাবে। আর সেই মহিলাও বিধবা হওয়ার কারণে সমাজে যে নানাবিধ কটুকথা শুনতে হয় তা থেকে রেহাই পাবে। তারপর বিধবাকে পরিপূর্ণ স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে যে সে নিজে বৈধভাবে সম্বন্ধ করতে পারে যেভাবে কুরআন করীম থেকে বিষয়টি প্রমাণিত। এটি এজন্যও যেন সে নিজের নিরাপত্তা বিধান করতে পারে।

এই অধিকার সম্বন্ধে হযরত রসূল করীম (সা.) ব্যাখ্যা প্রদান করেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, রসূল করীম (সা.) বলেন, **"বিয়ে শাদী সংক্রান্ত ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে একজন বিধবা তার ওলীর (অভিভাবক) চেয়ে অগ্রাধিকার রাখে। আর কুমারী মেয়েকে তার সম্মতি জিজ্ঞাসা করা হবে এবং তার মৌনতাই সম্মতি হিসেবে বিবেচনা করা হবে।"** (সুনানুদ্দারমী, কিতাবুন্নিকাহ্, বাব ইস্তি'মারুল বাকিরু ওয়াস সায়বা)

মোটকথা, একথা স্পষ্ট যে একজন বিধবার অধিকার সবার চেয়ে অগ্রগণ্য কিন্তু কুমারী মেয়ের ব্যাপারে শর্ত হলো তার ওলী যেন তার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে আর তা এই জন্য যে আল্লাহ্ তা'লার বিধিবিধান মূলত: সমাজের কল্যাণ ও শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষেই। একজন বিধবা মহিলা যেহেতু জাগতিক অভিজ্ঞতালব্ধ ও পৃথিবীর রূঢ় বাস্তবতা প্রত্যক্ষ করেছে এবং বুঝেশুনে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে সক্ষম তাই তাকে এই স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে, তবে ব্যতিক্রম

ঘটনা ভিন্ন কথা। কিন্তু কুমারী মেয়ে কখনো কখনো ভুল সিদ্ধান্ত নিয়ে নেয় তাই তার সম্বন্ধ পাকাপাকি করার অধিকার তার ওলীকে দেয়া হয়েছে। কিন্তু তবুও তাকে এই অধিকার দেয়া হয়েছে যে সে তার ওলী বা পিতার সাথে দ্বিমত পোষণ করতে পারে। সম্বন্ধে একমত না হলে জামাতের নেযামকে সেকথা জানাতে পারে এবং সিদ্ধান্ত পাকা করতে পারে কিন্তু নিজে নিজে কোন পদক্ষেপ গ্রহণের অনুমতি নেই। এর ফলেও সমাজে পুণ্য ও কল্যাণের পরিবর্তে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির আশঙ্কা থাকে। এমনও ঘটনা ঘটেছে যে কোন কোন মেয়ে রসূল করীম (সা.)-এর কাছে অনুযোগ জানিয়েছে, পিতা অমুক জায়গায় সম্বন্ধ করাতে চায়। তারপর হুযুর (সা.) মেয়েদের পক্ষে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। কখনো এমন হয়েছে যে, মেয়ে বলেছে যে আমি এই সম্বন্ধ চাই না। একবার এক মেয়ে রসূল করীম (সা.)-এর কাছে এসে আবেদন জানাল যে মেয়েদের বিয়ে শাদীর ক্ষেত্রে আমাদের নিজেদের কি কোন অধিকার নেই? হুযুর (সা.) বলেন, নিশ্চই। তারপর সে বললো, আমার পিতা এক বৃদ্ধের সাথে আমার বিয়ে করাতে চায় বা করিয়ে দিয়েছে। একথা শুনে হুযুর (সা.) বলেন, তোমার অনুমতি রয়েছে। কিন্তু পূণ্যবতী সেই মেয়ে বললো, আমি তো নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছি মাত্র; আমার পিতার মন ভাঙতে চাই নি। আমি আমার বাবাকে অনেক ভালবাসি। আমি এই সম্বন্ধে খুশি কিন্তু মোটকথা নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠিত থাকা উচিত; এজন্য আমি এসেছিলাম।

আরেক বার হুযুর (সা.) এক মেয়ের পিতার পাকাপাকি করা সম্বন্ধ (যা সেই মেয়ের মতের বিরুদ্ধে ছিল) ভেঙে দিয়েছিলেন। বর্ণনাতে এসেছে হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, এক ভদ্রমহিলার স্বামী মারা গিয়েছিল। সেই ঘরে তার এক সন্তান ছিল। বাচ্চার চাচা সেই মহিলার পিতার কাছে সেই বিধবার জন্য সম্বন্ধ নিয়ে গেলেন। সেই মহিলাও এতে সম্মতি জানায় কিন্তু সেই মহিলার পিতা তার অসম্মতিতেই অন্য জায়গায় সম্বন্ধ পাকাপাকি করে ফেলে। এই ঘটনায় সেই মহিলা হুযুরের (সা.) কাছে গিয়ে অভিযোগ জানায়। হুযুর পিতাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করেন। জবাবে সে বললো, তার দেবরের চেয়ে ভালো লোকের সাথে তার সম্বন্ধ পাকা করেছি। হুযুর (সা.) পিতার ঠিক করা সম্বন্ধ ভেঙে সেই মহিলার দেবরের সাথে সম্বন্ধ পাকা করেন। (মুসনাদুল ইমামুল আ'যাম, কিতাবুন্নিকাহ্)

এখানে বিধবা নারীর অধিকার সর্বাগ্রে ছিল এবং দ্বিতীয়ত: মেয়ের সম্মতিও বিবেচ্য বিষয় ছিল কিন্তু আহমদীয়া জামাতে অবশ্যই এই বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি রাখতে হবে যে মেয়েটি যেখানে সম্বন্ধ করছে বা করতে আগ্রহী সেই ছেলেটি যেন অবশ্যই আহমদী হয়। কারণ এ সকল বিষয়ের উদ্দেশ্যই হলো পবিত্র সমাজ গঠন। পূণ্য প্রতিষ্ঠা ও পূণ্যবান সন্তান লাভ করা। আহমদী ছেলেরা যদি আহমদী মেয়েদের রেখে এবং আহমদী মেয়েরা আহমদী ছেলেদের রেখে অন্যদেরকে বিয়ে করে তাহলে সমাজে, পরিবারে অশান্তি সৃষ্টির আশঙ্কা থাকবে। নতুন প্রজন্মের ধর্ম থেকে সরে যাওয়ার আশঙ্কা সৃষ্টি হবে। কাজেই ধর্মীয় দিক থেকে সমকক্ষতার প্রতি দৃষ্টি রাখাও পার্থিব বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখার মতই আবশ্যকীয়। আমাদের ছেলেমেয়েদের বাইরে বিয়ে করার প্রতি বেশ ঝোঁক লক্ষ্য করা যায়। এদিকে দৃষ্টি দেয়া খুবই জরুরী। বিশেষত: আজকের এই স্বাধীন সমাজে। নিজেদের পছন্দ অনুযায়ী বিধর্মীদের সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে যাওয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি পাওয়ায় নেযামের জন্য এটি দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

একটি বর্ণনাতে এসেছে, হযরত আবু হাতেম (রা.) থেকে বর্ণিত নবী করীম (সা.) বলেন, "তোমার কাছে যদি কেউ এমন কোন ব্যক্তির সম্বন্ধ নিয়ে আসে যার ধার্মিকতা ও চরিত্র তোমার পছন্দ তাহলে তার সাথে আত্মীয়তা কর। এমনটি না করলে পৃথিবীতে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে। একজন প্রশ্ন করতে চেয়েছেন কিন্তু রসূল করীম (সা.) তিন বার এই কথাই বলেছেন, তোমার কাছে যদি কেউ এমন কোন ব্যক্তির সম্বন্ধ নিয়ে আসে যার ধার্মিকতা ও চরিত্র তোমার পছন্দ তাহলে তার সাথে আত্মীয়তা কর।" (তিরমিযী কিতাবুন্নিকাহ্)

মোটকথা, হুযুর (সা.) ধার্মিক ছেলেকে বিয়ে করার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। আর্থিক অস্বচ্ছলতা যদি থাকেও তবে আল্লাহ্ তা'লা প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেছেন যে ধর্মের উপরে প্রতিষ্ঠিত থাকলে আল্লাহ্ তা'লা আর্থিক অবস্থা সচ্ছল করে দিবেন। এজন্য মেয়েদের বিয়ের সম্বন্ধ আসলে বেশি টালবাহানা করা ঠিক নয় বরং ধার্মিকতায় সন্তুষ্ট হলে সম্বন্ধ পাকা করে ফেলা উচিত। তদ্রুপ ছেলেদের জন্যও রসূল করীম (সা.)-এর এই বাণী যে সম্বন্ধ পাকা করার সময় বাহ্যিক ও জাগতিক অবস্থা লক্ষ্য করো না।

এসব অবস্থার প্রতি দৃষ্টি দিও না বরং এটা দেখ যে তার মাঝে পূণ্য কতখানি রয়েছে।

সুতরাং হযরত আবু হুরাইরা (রা.) বর্ণনা করেন, রসূল করীম (সা.) বলেন, **“কোন মহিলাকে বিয়ে করার ক্ষেত্রে চারটি মৌলিক বিষয় রয়েছে। তার আর্থিক স্বচ্ছলতা, বংশমর্যাদা, রূপ সৌন্দর্য্য অথবা ধার্মিকতার কারণে কিন্তু তুমি ধার্মিক নারীকে অগ্রাধিকার দেবে। আল্লাহ্ তোমার কল্যাণ করুন এবং তুমি ধার্মিক স্ত্রী লাভ কর।”** (বুখারি, কিতাবুন্নিকাহ, বাবুল ইকফাই ফীদ্দীন)

তো এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে আসলে ভবিষ্যত প্রজন্মের ধার্মিক হওয়ার বাহ্যিক উপকরণের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। ঘরের পরিবেশকে শান্তিময় করার প্রতি দৃষ্টি আকষর্ণ করেছেন কেননা মা যদি পূণ্যবান ও ধার্মিক হয় তবে সাধারণত সন্তান-সন্ততিও ধার্মিক হয়। পূণ্যবান ও ধার্মিক সন্তানের চেয়ে বড় সম্পদ নেই যা মানুষকে শান্তি দিতে পারে। একজন মু’মিনের জন্য সমাজে সম্মানের কারণ পূণ্যবান ও ধার্মিক সন্তানই হতে পারে। তো প্রত্যেক আহমদীকে এই দিকে দৃষ্টি দিতে হবে। এখন অতি সাধারণ অভিযোগ হলো মেয়ে পূণ্যবতী, নম্র-ভদ্র, চরিত্রবান, শিক্ষিত, জামাতী কাজে অংশ গ্রহণ করে কিন্তু দেখতে তেমন একটা নয় অথবা যারা দেখছেন তাদের বিচার বিবেচনা অনুযায়ী খাটো। লোকেরা আসে, দেখে আর তারপর চলে যায়। এ প্রসঙ্গে পূর্বেও একবার বলেছি যে, চেহারা সুরত ও উচ্চতা তো ছবি ও খোঁজখবর নিয়েও জানা যায়। তবে বাড়ি গিয়ে মেয়েদেরকে দেখা এবং তাদেরকে বিরক্ত করার কি প্রয়োজন? এজন্যই আল্লাহ্ তা’লার নির্দেশ হলো এ সমস্ত বিষয় লক্ষ্য করো না; ধার্মিকতা লক্ষ্য কর। এজন্য রসূল করীম (সা.) বলেন, নিজ প্রজন্মকে রক্ষা করতে হলে ধার্মিকতাকে লক্ষ্য কর। ছেলেমেয়েদের ধার্মিকতার প্রতি লক্ষ্য রাখলে রসূল করীম (সা.)-এর দোয়ার উত্তরাধিকারী হবে এবং নিজ প্রজন্মকে ধর্মের উপরে পরিচালিত দেখতে পাবে।

কেউ কেউ আত্মীয়তা করার সময় কুরবানির পশুর মত চুলচেরা বিশ্লেষণ করে দেখে। বিয়ে তো এক প্রকার চুক্তি বিশেষ। একপাক্ষিক কুরবানির নাম নয়। বরং পরস্পরের জন্য দ্বিপক্ষীয় কুরবানির নাম। এটি এমনই এক বন্ধন।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আমর (রা.) বর্ণনা করেন, **“রসূল করীম (সা.) বলেন, পৃথিবী তো সৌন্দর্য্যের উপকরণ মাত্র এবং পূণ্যবান মহিলার চেয়ে আর কোন সৌন্দর্য্যের উপকরণ নেই।”** (ইবনে মাজা, আবওয়াবুন্নিকাহ্, বাব আফযালুন্নিসা)

অতএব যারা প্রত্যেক বস্তুকে জাগতিক নিক্তিতে পরিমাপ করে তাদেরকেও এই হাদিসটি মনে রাখতে হবে, তোমাদের জন্য পূণ্যবান নারীর চেয়ে মূল্যবান আর কোন জীবনোপকরণ ও জাগতিক উপকরণ নেই। পূণ্যবান মহিলা তোমাদের সংসারকে গুছিয়ে রাখবে এবং তোমাদের সন্তান-সন্ততিকে উন্নত তরবিয়ত দান করবে। এর ফলে তোমরা পার্থিব ও আধ্যাত্মিক কল্যাণরাজি লাভ করবে।

তারপর আরেকটি বর্ণনাতে এসেছে হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত রসূল করীম (সা.) বলেন, “পূণ্যবান পুরুষের সাথে পূণ্যবান মহিলার বিয়ে দাও।” (সুনানুদ্দারমী, কিতাবুন্নিকাহ্, বাবু ফীন্নিকাহিস সোয়ালেহীন)

এখানেও পূণ্যবান ছেলেমেয়েদের মাঝে বিয়ে করানোর প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। আর এই পূণ্য কাজটি সমাজে নৈরাজ্য থেকে রক্ষার উপায়স্বরূপ। কাজেই এতে তাড়াহুড়া করা উচিত কিন্তু ইদানিং মাঝে মাঝে লক্ষ্য করেছি, পিতামাতার সাথে ৩৪-৩৫ বছর বয়সের অনেক ছেলেরা আসে কিন্তু পিতামাতা তাদেরকে নিজেদের সাথে চিমটে রেখে আছে; তাদেরকে এখনো বিয়ে করায় নি; বিয়েশাদির প্রতি দৃষ্টি দেয় না।

কেউ কেউ মেয়ের আয় রোজগার থেকে ভোগ করার জন্য এমনটি করে থাকে আর কেউ বা ছেলের আয় রোজগার ভোগ করার উদ্দেশ্যে এমন কাজ করে। আর যারা মেয়েদের আয় রোজগার ভোগ করে তারা শুধুমাত্র এজন্যই একাজ করে যে তাদের ঘরের ছেলেরা অকর্মণ্য, কাজকর্ম কিছু করে না, শিক্ষিত না একারণে ঘরের মেয়েদের আয় রোজগারে চলে এবং বিয়ে যদি দেয়ও তাহলে তখন চেষ্টা করে মেয়ে জামাই যেন ঘর জামাই হয়ে থাকে যা প্রায়ই অসম্ভব হয়ে থাকে। যার ফলে ঝগড়া সৃষ্টি হয়। এজন্য বিয়ের পরে স্বামী-স্ত্রী যদি আলাদা থাকতে চায় আর তাদের সামর্থ্য থাকে এবং বাবা-মাও যদি অশীতিপর বার্ধক্যে উপনীত না হয় যখন তাদের কারো সাহায্য

সহযোগিতার প্রয়োজন হয় এবং তাদের কাছে কোন সন্তান না থাকে তখন কুরবানি করতে হয়। সেটিও ছেলেদের কাজ। কারো ছেলে না থাকলে তো এটি মেয়েদের বাধ্যবাধকতা। কিন্তু সাধারণত মেয়ের বিয়ের পরে যখন অন্যের ঘরে পাঠিয়ে দেয়া হয় তখন তাকে নিজের সংসার গুছাতে দেয়া উচিত। এ বিষয়টির প্রতি জামাতী নেযামের পাশাপাশি তিনটি অঙ্গ সংগঠনেরও দৃষ্টি দেয়া উচিত। তাদেরকেও নিজেদের মত করে তরবিয়ত বিভাগের অধীনে বুঝাতে থাকা উচিত। আনসার পিতামাতাকে বুঝান। লাজনা বিভাগ পিতামাতা ও মেয়েদেরকে বুঝান এবং খুদ্দামুল আহমদীয়া ছেলেদেরকে বুঝান।

তারপর একটি বর্ণনাতে এসেছে হযরত মুগিরা (রা.) বর্ণনা করেন, তিনি এক জায়গায় বিয়ের প্রস্তাব দেন। তখন রসূল করীম (সা.) বলেন, পাত্রীকে দেখে নাও কারণ এর ফলে তোমার এবং তার মাঝে প্রেম-প্রীতি ও ভালবাসা সঞ্চারের সম্ভাবনা বেশি রয়েছে। (তিরমিযী কিতাবুন্নিকাহ্‌, বাব ফীন্নাযরি ইলাল মাখতুবা)

এই অনুমতিকে আজকের সমাজে লোকেরা ভুল বুঝেছে। আর এই অর্থ করে নিয়েছে, পরস্পরের বোঝাপড়ার জন্য সব সময় পৃথকভাবে বসে থাকে, আলাদা ঘুরে বেড়ায়, অন্য শহরে চলে গেলে কোন অসুবিধা নেই মনে করে,ঘরের ভিতরেও আলাদা বসে থাকে- তো এটিও ভুল কাজ। অর্থ হলো সামনা সামনি এসে চেহারা দেখে পরস্পরকে বোঝার ব্যাপারটি সহজ হয়ে ওঠে। বিভিন্ন আচরণই আলাপকালে টের পাওয়া যায়। তারপর বর্তমান যুগে পরিবারের সদস্যদের সাথে একসাথে বসে খাবার খাওয়ার মাঝেও কোন অসুবিধা নেই। খাবার খাওয়ার সময়ও পরস্পরের অনেক আচার আচরণ ও অভ্যাস প্রকাশিত হয়ে যায়। কোন কিছু যদি অপছন্দনীয় মনে হয় তবে সেক্ষেত্রে তা আগে থেকেই বোঝা যায় আর পরে যেন ঝগড়াঝাটি না হয়। আর আকর্ষণীয় দিক থাকলে তো প্রেম-প্রীতি ও ভালবাসা এই সম্পর্কের পাশাপাশি অথবা আত্মীয়তার প্রস্তাবের ফলে তা আরও বৃদ্ধি পেতে পারে। তো একটি সম্পর্ক বিয়ের আগেই হয়ে যাবে। আরেক শ্রেণীর মানুষের ভূমিকা হলো কারো সম্বন্ধ পাকা হয়ে গেলে তা ভাঙার চেষ্টা করা। সামনা সামনি তারা কোন সুযোগ পায় না। একে অন্যের আচার আচরণ দেখার ফলে যেহেতু একে অন্যকে চেনে জানে। কিন্তু কেউ কেউ অন্য দিক থেকে

সীমাতিক্রম করে ফেলেছে। বিয়ের আগে অথবা প্রস্তাবের আগে কিংবা প্রস্তাবকালে পাত্র পাত্রী পরস্পর সামনা সামনি বসে দেখাদেখিও তারা সহ্য করে না; এটিকে গায়রত বা আত্মাভিমান বলে আখ্যায়িত করা হয়। ইসলামী শিক্ষা একটি ভারসাম্যপূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থা। না অতিরঞ্জন, না চরমপন্থা অবলম্বন। আর এর উপরেই আমল করা উচিত। এর ফলেই সমাজ শান্তিপূর্ণ থাকবে এবং সমাজ থেকে অশান্তি দূর হবে।

তারপর একটি বর্ণনা রয়েছে, হযরত মা'কাল বিন ইয়াসার (রা.) বর্ণনা করেন, রসূল করীম (সা.) বলেন, **"ভালবাসতে জানে এবং যাদের মাধ্যমে বেশি বেশি সন্তান লাভ হয় এমন নারীদেরকে তোমরা বিয়ে কর যেন আমি বিগত উম্মত থেকে সংখ্যাধিক্যের কারণে গর্ব করতে পারি।"** (আবু দাঊদ, কিতাবুন্নিকাহ্‌, বাব তাযবিজুল আবকার)

অধিক সন্তানের অধিকারী নারীকে রসূল করীম (সা.) এই মর্যাদা দান করেছেন, সন্তানাধিক্যের কারণে তাদের একটি বিশেষ মর্যাদা রয়েছে কেননা এটি আমার উম্মতের সংখ্যা বৃদ্ধির কারণ হতে পারে। নিছক সংখ্যা বৃদ্ধি, লোকসংখ্যা বাড়িয়ে নেয়াই এখানে হুযুরের উদ্দেশ্য নয় বরং সন্তান যেন এমন হয় যারা পূণ্যকর্মে অগ্রগামীও। আল্লাহ্‌ তা'লার বিধি-বিধানের উপরে যেন আমলকারীও হয় আর তখনই তা হুযুরের (সা.) জন্য গর্বের কারণ হবে। অতএব এক্ষেত্রে মহিলাদের উপরে এই দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে যে নিছক সন্তানের কারণেই যেন গর্ব না করে বরং পূণ্যের পথে পরিচালিত সন্তান প্রস্তুত করার জন্য যেন তৎপর থাকে। যারা রসূল করীম (সা.)-এর উম্মত আখ্যায়িত হওয়ার মাঝে গর্ব অনুভব করে এবং হুযুর (সা.) যেভাবে বলেছেন তদ্রুপ আমিও সেসব নারীদেরকে নিয়ে গর্ব করব যাদের সন্তান-সন্ততি বেশি বেশি হবে এবং তারা পূণ্যকর্মের উপরে প্রতিষ্ঠিত থাকবে।

রসূল করীম (সা.) নিজেও সাহাবীদেরকে প্রায়ই বিয়ের জন্য জোর তাকীদ প্রদান করতেন বরং বার বার এবিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করতেন। আর কখনো কখনো যখন কারো সম্বন্ধ পাকাপাকি করতেন তখন নিজেই অত্যন্ত আগ্রহী হয়ে ব্যক্তিগত উদ্যোগে ব্যবস্থাপনা করতেন। এরকমই হযরত রাবী'য়া আসলামা (রা.)-এর একটি বর্ণনা রয়েছে। (বেশ দীর্ঘ একটি বর্ণনা) মুসনাদ হাম্বলে এ বর্ণনাটি এসেছে। যার সারসংক্ষেপ হলো, হযরত রাবী'য়া (রা.)

রসূল করীম (সা.)-এর সেবা করতেন। একবার রসূল করীম (সা.) বলেন, হে রাবী'য়া! কি বিয়ে শাদি কিছু করবে না? জবাবে তিনি বললেন, না, হুযুর। তারপর কিছুক্ষণ পর রসূল করীম (সা.) বলেন, বিয়ে করবে না? জবাবে তিনি একই কথা বললেন। রাবী'য়া (রা.) তখন নিজে নিজে ভাবলেন, আমার যাবতীয় ভাল-মন্দ সবই তো রসূল করীম (সা.) দেখেন। তিনিই (সা.) তো ভাল জানেন যে কিসে আমার ভাল আর কিসে মন্দ। এবার জিজ্ঞেস করলে আমি হ্যাঁ সূচক জবাব দিব। রসূল করীম (সা.) যখন তৃতীয় বার জিজ্ঞেস করলেন তখন তিনি হ্যাঁ সূচক জবাব দিয়ে বললেন, জ্বী হ্যাঁ, হে আল্লাহ্‌র রসূল! রসূল করীম (সা.) বলেন, অমুক আনসার ব্যক্তির কাছে গিয়ে আমার প্রস্তাবের কথা বলবে, অমুক মেয়ের সাথে যেন তোমার বিয়ে করিয়ে দেয়। তারপর তৎক্ষণাৎ সেই ব্যক্তি হুযুর (সা.)-এর প্রস্তাব গ্রহণ করলেন এবং সেই মেয়ের সাথে তাঁর বিয়ে হয়ে গেল। রসূল করীম (সা.) স্বয়ং ওলীমার আয়োজন করলেন আর নিজে তাতে অংশ গ্রহণও করলেন এবং দোয়াও করালেন। (মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল)

একটি রেওয়ায়েত অনুযায়ী হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, আইয়ামে জাহিলিয়্যাতের (অন্ধকারাচ্ছন্ন) যুগে একটি রীতি ছিল, কোন ব্যক্তির কাছে এতিম মেয়ে থাকলে সে তার উপরে একটি কাপড় আবৃত করে দিত। কেউ যখন একাজ করতো তখন আর কেউ সেই মেয়েকে বিয়ে করার স্পর্ধা দেখাতো না। যদি সে সুন্দরী ও সচ্ছল হতো তাহলে সে তাকে বিয়ে করে নিত এবং তার সম্পদ ভোগ করে নিত। উল্টোদিকে মেয়েটির চেহারা সুরত তেমন একটা ভাল না হলে এবং সে আর্থিকভাবে স্বচ্ছল না হলে তাহলে সেই ব্যক্তি তাকে জীবনভর নিজের কাছেই বন্দী রাখত আর সে এভাবে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তো। তারপর তার মৃত্যুর পরে সেই ব্যক্তি তার সম্পদের মালিক হয়ে যেত।

এই ছিল আরবের চালচিত্র যার ফলে আল্লাহ্ তা'লা বিধবা এবং এতিমদের বিয়ের বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। রসূল করীম (সা.)ও বিশেষ আগ্রহ সহকারে নিজ নারী-পুরুষ সাহাবীদের মধ্যে বিয়ে করিয়েছেন এবং এই নির্দেশ বাস্তবায়ন করিয়েছেন এবং এ বিষয়ে জোর তাকীদ প্রদান করেছেন, সাবালকত্বে উপনীত হলে নারী-পুরুষকে বিয়ে দাও। বিধবারাও যদি যৌবন

বয়সে থাকে অথবা বিয়ে করতে আগ্রহী হয় তাহলে তাদেরকে বিয়ে করিয়ে দাও। নিছক জাগতিক ব্যক্তিস্বার্থ উদ্ধারের জন্য মেয়েদেরকে ঘরে বসিয়ে রেখ না। আর একই মতলবে ছেলেদেরকেও বিয়ে করাতে দেরি করো না। তাই হলো বিয়ের উপযুক্ত পাত্রপাত্রীর বিয়ের দিকে দৃষ্টি দেয়া আজ গোটা সমাজের দায়িত্ব।

বর্তমান যুগে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) গভীর মনোনিবেশ সহকারে কুরআন এবং রসূল করীম (সা.)-এর নির্দেশের উপরে আমল করার চেষ্টা করেছেন। আর জামাতের ছেলে-মেয়েদের বিয়েশাদী জামাতের ভিতরেই করানোর জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করেছেন এবং দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যেন ভবিষ্যত প্রজন্ম ধর্মের উপরে প্রাধান্য দানকারী হয়। যারা (জামাতের) বাইরে আত্মীয়তা করে তাদের প্রতি হুযুর (আ.) জামাতের মধ্যে আত্মীয়তা করার বিষয়ে জোরালো তাগিদ প্রদান করেন। এই উদ্ধৃতিটি তাদের জন্য।

হুযুর (আ.) বলেন, "খোদা তা'লার একান্ত অনুগ্রহ ও কৃপা, আমাদের জামাতের সংখ্যায় আল্লাহ্ তা'লা প্রভূত উন্নতি সাধিত হচ্ছে; বর্তমানে (তৎকালীন) সহস্রে পৌঁছে গিয়েছে এবং খুব শিঘ্রই আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহে এ সংখ্যা লক্ষের কোটা পৌঁছে যাবে।" বর্তমানে এই সংখ্যা আল্লাহ্ তা'লার ফযলে কোটিতে পৌঁছে গিয়েছে। তাই যথাযথ রীতি হলো, তাদের পারস্পরিক ঐক্য বৃদ্ধির জন্য এবং নিকটাত্মীয়দের মন্দ প্রভাব এবং পরিণাম থেকে রক্ষার জন্য ছেলেমেয়েদের বিয়ের জন্য কোন ভাল ব্যবস্থা গ্রহণ করা। এটি পরিষ্কার যে যারা বিরোধী মৌলভিদের ছায়াতলে থেকে হিংসা, বিদ্বেষ, কার্পণ্য ও শত্রুতামূলক আচরণের চরমে পৌঁছে গিয়েছে তাদের সাথে আমাদের জামাতের নতুন কোন সম্পর্ক স্থাপন অসম্ভব হয়ে গিয়েছে যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তওবা করে এই জামাতে অন্তর্ভুক্ত না হয়। এখন আর এই জামাত কোন বিষয়েই তাদের মুখাপেক্ষী নয়। এই জামাতে অর্থ-সম্পদ, জ্ঞান গরিমা, শ্রেষ্ঠত্ব; বংশমর্যাদা, তাকওয়া বা খোদাভীরুতার প্রেক্ষাপটে যথেষ্ট সংখ্যক অগ্রগামী সদস্য রয়েছে। এই জামাতে প্রতিটি মুসলিম জাতির লোক পাওয়া যায়। তাই এমতাবস্থায় যারা আমাদেরকে কাফের এবং দাজ্জাল আখ্যা দেয় অথবা তারা নিজেরা নয় কিন্তু যারা আখ্যা দেয় তাদের গুণগ্রাহী এবং পিছু চলে তাদের সাথে আমাদের জামাতের নতুন কোন সম্পর্ক স্থাপন করার কোন প্রয়োজন নেই।" অর্থাৎ নিজেরা যদি নাও বলে কিন্তু যারা এসব বলে

বেড়ায় তাদের প্রশংসা করে। আর "মনে রাখবেন যারা এজাতীয় লোকদেরকে পরিত্যাগ করতে পারে না তারা আমাদের জামাতে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার যোগ্য নয়। পবিত্রতা ও সত্যতার জন্য যতক্ষণ পর্যন্ত এক ভাই তার ভাইকে আর এক পিতা তার পুত্র থেকে পৃথক হবে না ততক্ষণ পর্যন্ত তারা আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। সুতরাং গোটা জামাত কান খুলে শুনে রাখুন, হেদায়াতপ্রাপ্ত ব্যক্তির জন্য এই শর্তাবলির উপরে বদ্ধপরিকর থাকা আবশ্যক। এজন্য আমি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি আর তা হলো ভবিষ্যতে আমার হাতে বিশেষভাবে গোপন অর্থাৎ Confidential একটি বই থাকবে যেখানে জামাতের ছেলেমেয়েদের নাম লিখিত থাকবে। আর কোন মেয়ের পিতামাতা জামাত থেকে নিজ বংশে এমন শর্তের অধিকারী, সচ্চরিত্রবান এবং তাদের পছন্দমত যদি ছেলে সন্ধান করে না পায়; তদ্রুপ কোন মেয়ে যদি খুঁজে না পায় তাহলে এমতাবস্থায় তাদের জন্য আবশ্যকীয় যে তারা যেন আমাদেরকে এই মর্মে অনুমতি প্রদান করে যে, আমরা জামাতের মধ্যেই তাদের জন্য পাত্র-পাত্রী সন্ধান করব। সবাইকে এ বিষয়ে আশ্বস্ত থাকতে হবে যে, আমরা পিতামাতার প্রকৃত সহানুভূতিশীল ও সমব্যথীর মত সন্ধান করব এবং সন্ধান করা সেই পাত্র বা পাত্রী যেন স্বজাতির মধ্য থেকেই হয় সেদিকে যথাসম্ভব দৃষ্টি রাখব। আর যদি তা না হয় তবে এমন জাতির মধ্য থেকে যা সর্বসাধারণের দৃষ্টিতে পরস্পর আত্মীয়তা করতে পারে এমন। আর সর্বোপরি এদিকে দৃষ্টি থাকবে যে সেই পাত্র বা পাত্রী যেন সচ্চরিত্রবান, যোগ্য ও পূণ্যবান হয়। এই বইটি গোপন রাখা হবে এবং সময় সময় অবস্থা পরিস্থিতি অনুযায়ী খবর দেয়া হবে এবং তার যোগ্যতা এবং সাধু চালচলন প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত কোন পাত্র বা পাত্রী সম্বন্ধে কোন মতামত প্রকাশ করা হবে না।" কেউ কেউ এমনিতেও জিজ্ঞাসা করে ফেলে যে, এসে আগে বল। "এজন্য আমাদের নিষ্ঠাবান সদস্যদের জন্য আবশ্যকীয় হলো বয়স ও জাতিসহ নিজেদের সন্তানদের নামের তালিকা প্রেরণ করুন যেন তা সেই বইয়ে অন্তর্ভুক্ত করা যায়।" (মজমু'আ ইশতিহারাত, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫০,৫১)

এটি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পক্ষ থেকে একটি ঘোষণা ছিল। এরই অধীনে এখন রিশতানাতা বিভাগ কেন্দ্রেও চালু রয়েছে, গোটা বিশ্বেও চালু রয়েছে, কেউ কেউ ব্যক্তিগতভাবেও আগ্রহ রাখে। জামাতিভাবে তাদের উপরে এই দায়িত্বও ন্যস্ত করা হয়েছে। আর আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহে বিয়েশাদি

পাকাপাকি হয় কিন্তু তবুও বেশ কিছু জটিলতা রয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা তাও দূর করুন কিন্তু এক্ষেত্রে তাদের সন্তোষজনক উত্তরও রয়েছে যারা এই কথা বলে যে, আমাদের বাইরে বিয়েশাদি করার অনুমতি হওয়া উচিত। হুযুর (আ.) বলেন, তারা যদি নিজেরা কাফের না বলে অথবা ফতোয়া না দেয় কিন্তু যারা বলে তাদের সাথে চলাফেরা করে; তাদের সুরে সুর মিলিয়ে কথাবার্তা বলে। ভয়ে কিছু বলতে পারে না। তাদের মসজিদে যায়। তাদের কথা শুনে। তাই তারা এদেরই অন্তর্ভুক্ত এবং এমন লোকদের সাথে আত্মীয়তা করা উচিত নয়। তারপর তিনি (আ.) বলেন, ছেলে-মেয়েদের নাম পাঠান। আমি যেভাবে পূর্বে বলেছি, এখন আমাদের রিশতানাতা বিভাগ জামাতের সর্বত্র চালু আছে। তাদের বিরুদ্ধে সাধারণত: এই অভিযোগ করা হয়ে থাকে, তারা মেয়েদের বিয়েশাদি করায় না। এর ফলে একটি সমস্যা সৃষ্টি হয়। সেটি হলো, পিতামাতা মেয়েদের নাম পাঠায় কিন্তু ছেলেদের নাম পাঠায় না। যদি ছেলেদের নামও পাঠায় তবেই তো আত্মীয়তা করানো সহজ হবে। সাধারণত: ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের সংখ্যা বেশি। তা ঠিক আছে, কিন্তু তুলনামূলক চিত্র (নিসবাত) এতটাই বেশি যে মেয়ে যদি শতকরা ৫১-৫২ জন হয় ছেলে ৪৮-৪৯ জন হবে কিন্তু জামাতের কাছে যে তথ্য আসে সেখানে যদি ৭-৮ জন মেয়ের তথ্য আসে তাহলে ছেলেদের তথ্য আসে ১জনের। এভাবে বিয়ের সম্পর্ক করানো খুব কঠিন হয়ে পড়ে। উভয়পক্ষ থেকেই যদি সমানভাবে তথ্য আসে তাহলে আত্মীয়তা করানো সহজ হবে। ছেলেদের বিয়েশাদি কখনো কখনো পিতামাতা উভয়েই বরং প্রায়ই নিজেরাই করার চেষ্টা করে। নিকটাত্মীয়রা ছাড়া ছেলেদের বিয়েশাদির জন্যও নাম ও তথ্য জামাতের সংশ্লিষ্ট বিভাগে সরবরাহ করা উচিত। তবেই মেয়েদের বিয়েশাদিও হতে পারে যেন পরস্পরের তথ্য দেখে শুনে সম্বন্ধ পাকাপাকি করা যায়। কাজেই পিতামাতা ছাড়া ছেলেদেরকেও এদিকে দৃষ্টি দিতে হবে। প্রথমত: জামাতের ভিতরেই মেয়েদের বিয়েশাদি পাকাপাকি করার চেষ্টা করুন আর নিকটাত্মীয়ের মাঝে যদি খুঁজে পাওয়া না যায় তাহলে জামাতি ব্যবস্থাপনার অধীনে করার চেষ্টা করতে হবে। আর কেউ কেউ জাত পাত, ব্যক্তি, চেহারা সুরত আরো বিবিধ সমস্যায় জর্জরিত। এর কিছুটা বর্ণনা আমি পূর্বেই দিয়েছিলাম আর তারপর তা অস্বীকার করে বসে। তারপর এসব সমস্যায় এমনভাবে জড়িয়ে যায় যার ফলে মেয়েদের সম্বন্ধ করার ক্ষেত্রে জটিলতা দেখা দেয়। এ জাতীয়

বিষয় পরিত্যাগ করা উচিত।

এ প্রসঙ্গে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন,"জাত পাতের বিভিন্ন সমস্যা কোন ভদ্র কারণ নয়। খোদা তা'লা শুধুমাত্র পরিচয়ের জন্যই এসব জাতপাত বানিয়েছেন আর আজকাল তো চার প্রজন্মের প্রকৃত ঠিকানা বের করাই দুরূহ ব্যাপার। জাত পাত, বংশমর্যদা নিয়ে বিতণ্ডায় লিপ্ত হওয়া মুত্তাকির বৈশিষ্ট্য নয়। আল্লাহ্ তা'লা যেহেতু বলে দিয়েছেন যে, আমার দৃষ্টিতে ব্যক্তিমর্যাদার কোন মূল্য নেই। প্রকৃত শ্রেষ্ঠত্ব ও সম্মানের বিষয় হলো একমাত্র তাকওয়া।" মোটকথা, এসব বিষয়ে জটিলতায় জড়ানো ঠিক নয়।

আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সবাইকে তাকওয়ার পথে পরিচালিত হয়ে আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার তৌফিক দান করুন। সন্তান-সন্ততির বিয়েশাদি করানোর তৌফিক দিন এবং কুরআনের বিধান অনুযায়ী একাধারে নেযামে জামাত, মানুষ ও সমাজের এতিম, বিধবা নির্বিশেষে সবাইকে আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ করার তৌফিক দান করুন। আর কন্যাদায়গ্রস্ত পিতাদের দুশ্চিন্তা দূর করুন। আমীন।

বিয়েতে বৃথা খরচ, লোক দেখানো, নিজের প্রভাব-প্রতিপত্তির প্রদর্শন করা উচিৎ নয়। কেউ কেউ প্রয়োজনের চেয়ে অধিক মাত্রায় এসব রীতিনীতি পালন করছে। এজন্য আমি এখন স্পষ্টভাবে বলছি এসব বৃথা রীতিনীতির অনুসরণ করবেন না। এগুলো বন্ধ করুন।

জুমুআর খুতবা

সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল্ মসীহ্ আল্ খামেস আইয়্যাদাহুল্লাহু তা'আলা বেনাসরিহিল আযিয কর্তৃক ১৫ জানুয়ারী ২০১০ ইং/ ১৫ সুলাহ্ ১৩৮৯ হিজরী শামসী তারিখে মসজিদ বায়তুল ফুতুহ, লন্ডনে প্রদত্ত

اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ
وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○
مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ○ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ○ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ○
صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ○

فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَالنُّوْرِ الَّذِيْٓ اَنْزَلْنَا ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ○

(সূরা তাগাবুন 64ঃ9)

এটি তাঁর বান্দার প্রতি আল্লাহ্‌ তা'লার একটি মহান অনুগ্রহ যে, মানুষকে সৃষ্টির সেরা জীব বানিয়ে এমন জ্ঞান বুদ্ধি দান করেছেন; যা ব্যবহারের মাধ্যমে তারা অন্যান্য সৃষ্ট জীব ও অন্য সব জিনিসকে কেবল নিজেদের অধিনস্থই করে না বরং সেগুলো থেকে খুবই উপকৃত হয়। মানুষের জ্ঞান বুদ্ধির যোগ্যতাবলে প্রতিদিন নব নব আবিস্কার আমাদের দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। জাগতিক যে উন্নতি আজ থেকে দশ বছর পূর্বে ছিল অর্থাৎ আজ যা কিছু রয়েছে তা দশ বছর পূর্বে ছিল না। আজ থেকে দশ বছর পূর্বে জাগতিক ভাবে যে সব উন্নতি সাধিত হয়েছিল তা আজ থেকে বিশ বছর পূর্বে ছিল না। আমরা যদি এভাবেই অতীতের দিকে যেতে থাকি তবে বর্তমানের নব নব আবিস্কার ও মানবিয় জ্ঞান বুদ্ধির যোগ্যতা সম্বন্ধে অনুমান করতে পারি। কিন্তু মানুষের এ বস্তুগত উন্নতি-ই কি তার উদ্দিষ্ট লক্ষ্য? সব সময়ই দুনিয়াদার মানুষেরা এমনটি মনে করেছে যে, আমার এ উন্নতি, আমার এ ক্ষমতা, আমার এ প্রভাব প্রতিপত্তি, আমার এ পার্থিব ভোগ বিলাসে মত্ত হওয়া, আমার সম্পদের মাধ্যমে ছোট ও দূর্বলদের সামনে নিজের বড়ত্ব প্রকাশ করা, নিজের সম্পদকে উপভোগের কারণ বনানো এবং নিজের ক্ষমতাবলে অন্যদেরকে অধিনস্থ করাই হল জীবনের লক্ষ্য। যার কাছে কোন সম্পদ নেই

এমন একজন সাধারণ দুনিয়াদার ব্যক্তিও এটাই মনে করে। বরং বর্তমান যুগের যুবক; ধর্মের প্রতি যাদের কোন ভালবাসা নেই এবং যারা পার্থিব ভোগ বিলাসের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে, তারা মনে করে নতুন নতুন যে সব আবিষ্কার রয়েছে; যেমন টেলিভিশন, ইন্টারনেট এ ধরণের যে সব জিনিস রয়েছে সেগুলোর দ্বারাই আসলে আমাদের উন্নতি হবে। তারা এ সব জিনিসের দ্বারা খুব প্রভাবিত হয়। এটি একটি সীমাহীন ভ্রান্ত ধারণা। এমন ধারণার ফলে অনেক বড় বড় 'অন্যের অধিকার' হরণকারী জন্মেছে। এমন ধারণা অনেক বড় বড় জালেম সৃষ্টি করেছে। এমন ধারণা ভোগ বিলাসে মত্ত অনেক মানুষকে জন্ম দিয়েছে। এমন ধারনা যুগে যুগে অনেক ফেরাউনের জন্ম দিয়েছে যে, আমাদের কাছে ক্ষমতা, ধন-সম্পদ ও প্রভাব প্রতিপত্তির সবই রয়েছে। কিন্তু সমগ্র বিশ্বের প্রভু প্রতিপালক ও সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ তা'লা অত্যন্ত কঠোর ভাষায় এমন ধারণা পোষণ করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন, তোমরা যে সব বিষয়কে তোমাদের নিজেদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য মনে কর তা তোমাদের জীবনের মূল উদ্দেশ্য নয়। তোমাদেরকে এজন্য সৃষ্টি করা হয়নি যে, তোমরা কেবল পৃথিবীর বস্তুজগত হতে উপকৃত হও আর এরপর পৃথিবী হতে বিদায় নাও। না; বরং আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন,

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ○

(সূরা আয্‌যারিয়াত 51:57)

অর্থাৎ আমি জিন্ন ও মানুষকে কেবল আমার ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি।

এ বিষয়ে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন,

"মানব সৃষ্টির প্রকৃত উদ্দেশ্য হল, তারা যেন তাদের প্রভূ প্রতিপালককে চেনে এবং তাঁর আনুগত্য করে। যেভাবে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন,

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ○

(সূরা আয্‌যারিয়াত 51: 57)

অর্থাৎ আমি জিন্ন ও মানুষকে কেবল এজন্য সৃষ্টি করেছি যে, তারা যেন আমার ইবাদত করে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় পৃথিবীতে জন্ম নেয়া অধিকাংশ মানুষ সাবালক হওয়ার পরই নিজের অবশ্য পালনীয় দায়িত্ব এবং জন্মের উদ্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের পরিবর্তে আল্লাহ্ তা'লাকে পরিত্যাগ করে পৃথিবীর

প্রতি ঝুকে যায়। পৃথিবীর ধন সম্পদ ও সম্মানের প্রতি এমন আসক্ত হয় যে, তার মাঝে আল্লাহ্র অংশ খুবই কম থাকে আর অনেক লোকের তো থাকেই না। তারা পার্থিব বিষয়ে মত্ত হয়ে এতে বিলীন হয়ে যায়। তারা এটা জানেও না যে একজন আল্লাহ্ রয়েছেন।" (মালফুযাত খন্ড-৪ পৃষ্ঠা-১৩৪ নতুন সংস্করণ)

নিজের সৃষ্টির উদ্দেশ্যকে কিভাবে জানা যায় এবং ইবাদতের রীতি-নীতি কিভাবে পালন করতে হবে এ বিষয়ের প্রতি দিকনির্দেশনা দেয়ার জন্য আল্লাহ্ তা'লা পৃথিবীতে নবীদের প্রেরণ করতে থেকেছেন; যারা তাদের জাতিকে ইবাদতের পদ্ধতি ও সৃষ্টির উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য দিকনির্দেশনা দিতে থেকেছেন। এরপর মানুষ যখন সব ধরণের বাণী বোঝার যোগ্যতা অর্জন করল, তার জ্ঞানের উৎকর্ষতার মান উচ্চ স্তরে পৌঁছল, যখন সে ইবাদতের উচ্চ মানকে বুঝতে পারল এবং পার্থিব জ্ঞান বুদ্ধির দিক থেকেও উন্নতির নতুন নতুন পথ অতিক্রম করা শুরু করল, পারস্পরিক সৌহার্দ্র ও সামাজিক জীবনেও বিস্তৃতি হওয়া শুরু হল তখন আল্লাহ্ তা'লা পরিপূর্ণ মানব ও খাতামুল আম্বিয়া হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) কে শেষ শরিয়তসহ প্রেরণ করলেন। যিনি পরবর্তীতে আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে আদিষ্ট হয়ে এ ঘোষণা করলেন,

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا

(সূরা মায়েদা 5:4)

অর্থাৎ তোমাদের কল্যাণের জন্য আজ আমি তোমাদের ধর্মকে পরিপূর্ণ করে দিলাম, আমার নেয়ামত (পুরস্কারসমূহ) ও অনুগ্রহকে সম্পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের জন্য ধর্ম হিসাবে ইসলামকে মনোনীত করলাম। যে কুরআনের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লা ধর্মকে পূর্ণতা দান করেছেন সেই কুরআনেই আল্লাহ্ তা'লা তাঁর নৈকট্য লাভের পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন, ইবাদতের উচ্চ মান অর্জনেরও পদ্ধতি, সামাজিক সম্পর্ক রক্ষা করার পদ্ধতিও, শত্রুর সাথে কেমন আচরণ করতে হবে সে পদ্ধতি, সমাজের দূর্বল বা নিম্ন স্তরের লোকের অধিকার সংরক্ষণের পদ্ধতি, মহিলাদের অধিকার সংরক্ষণের পদ্ধতি, ভবিষ্যতে বিকাশমান আবিষ্কার ও সেগুলো হতে উপকৃত হওয়ার পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন এবং পৃথিবী ও আকাশে যা কিছু রয়েছে সেগুলো সম্বন্ধে মানবিয় জ্ঞান বুদ্ধি যে পর্যন্ত পৌঁছতে পারে তা বোঝার ব্যাপারেও দিকনির্দেশনা দান করেছেন, এমন সব বিষয় বর্ণনা করে দিয়েছেন, যে সম্পর্কে আজ থেকে ১৪০০

(চোদ্দশত) বছর পূর্বের মানুষ কিছুই বুঝতো না আর এর আগের মানুষ তো একেবারেই বুঝতো না কিন্তু বর্তমানে মানুষের বুদ্ধির দৌড় সে পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। বরং তিনি ভবিষ্যতে প্রকাশমান বিষয়গুলো সম্বন্ধেও বলে দিয়েছেন। তখন এ সব বিষয় কুরআন করীমে বর্ণিত হলেও মুমিন মুসলমানরা তা বুঝতে পারতেন না কিন্তু তখনও পূর্ণাঙ্গীন মানব ও খাতামুল আম্বিয়া (সা.) তাঁর দূরদর্শিতার জন্য এসব বিষয়কে বুঝতেন। অতএব তিনি এমন এক পরিপূর্ণ নূর ছিলেন যিনি আল্লাহ্‌র নূরে আলোক উজ্জল ছিলেন এবং যিনি তাঁর সঙ্গীদের মাঝে সেই নূর তাঁদের যোগ্যতানুসারে ভরে দিয়েছিলেন, তাদেরকে ইবাদতের পদ্ধতি শিখিয়েছেন, তাদেরকে ইবাদতের উচ্চ মান অর্জনের প্রতি মনোযোগ আকৃষ্ট করেছেন, তাদেরকে তাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য অনুধাবনের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। মহানবী (সা.) এর কাছ থেকে সেই নূর পেয়ে সাহাবাগণ (রা.) তাঁদের যোগ্যতা অনুযায়ী অন্যদের মাঝে তা ছড়াতে শুরু করলেন। এক প্রদীপ থেকে আরেক প্রদীপ প্রজ্জলিত হতে শুরু হয়েছে এবং এভাবে চারপাশ আলোকিত হয়েছে। তখনকার সাধারণ মানুষ যে বিষয় উপলব্ধি করতে পারত না তিনি সে বিষয়েও বলে দিয়েছেন। এখন এ পরিপূর্ণ কিতাবের মাধ্যমে কিয়ামত পর্যন্ত প্রদীপ আলোকিত হতে থাকবে। ভবিষ্যতের মুমিনরা আল্লাহ্ তা'লার এ অনুগ্রহ প্রত্যক্ষ করবে। একজন জাগতিক মানুষ এ বিষয়টিকে জাগতিক ভাবে দেখবে। কিন্তু একজন সত্যিকার মুমিন তার সৃষ্টির উদ্দেশ্যকে দৃষ্টিপটে রেখে এটাকে এভাবে চিন্তা করবে যে, এটি এমন একটি বিষয় যা খোদা তা'লার ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী আজ সৃষ্টি হয়েছে। মুমিনদের দৃষ্টি শুধু এই আবিষ্কার এবং এই জাগতিক বিষয়ে জাগতিক কল্যাণ পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকবে না বরং সে তার সৃষ্টির উদ্দেশ্যকে বুঝে সেই প্রকৃত নূর থেকে কল্যান নেয়ার চেষ্টা করবে, যা আল্লাহ্ তা'লার সবচেয়ে প্রিয় নবী এবং আফযালুর রসূল (সর্বশ্রেষ্ঠ রসূল) (সা.) নিয়ে এসেছিলেন। যেভাবে আজ থেকে চৌদ্দশত বছর পূর্বে অন্ধকার ও অজ্ঞতায় নিমজ্জিত লোকেরা এই নবীর নূর দ্বারা কল্যাণমন্ডিত হয়েছিল এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রে উচ্চ মানদন্ডে উন্নীত হচ্ছিল। এমনিভাবে যে কেয়ামত পর্যন্ত এই বুযুর্গ রসূল এবং এই শরীয়তের সাথে পরিপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করবে সেই অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের হয়ে আসতে থাকবে। ইহকাল ও পরকালে আল্লাহ্ তা'লার জান্নাতের উত্তরাধিকারী হতে থাকবে।

আল্লাহ্ তা'লা এ প্রসঙ্গে কুরআন করীমের সূরা তালাকের- ১২ নং আয়াতে বলেছেন,

رَّسُوْلًا يَّتْلُوْا عَلَيْكُمْ اٰيٰتِ اللّٰهِ مُبَيِّنٰتٍ لِّيُخْرِجَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ؕ وَمَنْ يُّؤْمِنْۢ بِاللّٰهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُّدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَاۤ اَبَدًا ؕ قَدْ اَحْسَنَ اللّٰهُ لَهٗ رِزْقًا ○

(সূরা তালাক 65ঃ12)

অর্থাৎ একজন রসূল হিসাবে যিনি তোমাদের নিকট আল্লাহ্ তা'লার উজ্জল আয়াত সমূহ পাঠ করে শুনান যাতে সেই লোকদেরকে যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে, তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে আসে। যে আল্লাহ্ তালার ওপর ঈমান এনেছে এবং নেক কর্ম সম্পাদন করেছে তাদেরকে এমন জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে যার তলদেশে দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত হবে। আর সে সেখানে চিরকাল থাকবে। প্রত্যেক এমন ব্যাক্তি যারা নেক কর্ম সম্পাদন করে তাদের জন্য আল্লাহ্ তা'লা অনেক উত্তম রিযিক বানিয়ে রেখেছেন।

সুতরাং যদি আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জন করতে হয় তাহলে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর আদর্শ এবং তাঁর উপর অবতীর্ণ শরীয়ত ও শিক্ষার উপর আমল করা আবশ্যক। এ শিক্ষার উপর চলা ও রসূলের আদর্শের অনুকরনের চেষ্টাই অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করতঃ আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি লাভের কারণ বানাবে। এই নূর থেকে যারা অংশ পাবে আল্লাহ্ তা'লা তাদের ঈমানের সাথে নেক কর্মের শর্তও রেখেছেন। শুধু ঈমান আনাই যথেষ্ঠ নয় বরং এক মুমিনকে সৎকর্মের দিকে অনেক বেশী মনোযোগী হওয়া আবশ্যক। বিশৃংখলা এবং অবাধ্যতা থেকে বাঁচা আবশ্যক। আমি শুরুতে যে আয়াত তেলাওয়াত করেছি এতে আল্লাহ্ তা'লা স্পষ্ট ভাবে বলেছেন, আল্লাহ্ তা'লার উপর ঈমান, তার রসূলের উপর ঈমান এবং কুরআনের উপর ঈমানই নূর থেকে অংশীদার হওয়ার কারণ হবে। জান্নাতের উত্তরাধিকারী বানাবে। আল্লাহ্ তা'লা মানুষের প্রত্যেকটি কাজের বিষয়ে সম্যক অবগত। তিনি জানেন, মানুষ কোন কাজ আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির জন্য করে। রসূলের

আদর্শ এবং শিক্ষার উপর কতটুকু আমল করার চেষ্টা করে। ঈমানের দাবী হৃদয় থেকে নাকি শুধু মুখ থেকে।

সুতরাং মানুষের উপর আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ যে, তিনি এমন এক রসূল পাঠিয়েছেন যার শিক্ষার উপর আমলের মধ্যেই ইহকালে এবং পরকালে মানুষের মুক্তি নিহিত। তবে দেখুন! যারা মুমিন হওয়ার দাবী করে তাদের জন্য এটা কতটা প্রয়োজনীয় বিষয়। যেন নিজের উপর সেই শিক্ষাকে প্রয়োগ করে যা সম্পূর্ণ ও পরিপূর্ণ শিক্ষা। পুনরায় আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ দেখুন; আখারীনা মিনহুম এর সংবাদ দিয়ে এই আশ্বাস বাণীও প্রদান করেছেন যে, মহানবী হযরত মোহাম্মদ (সা.) এবং কুরআন করীমের নূরের কল্যাণ ধারা অব্যাহত রয়েছে। এক দীর্ঘকাল অন্ধকারে নিমজ্জিত থাকার পর মহানবী (সা.) এর সত্যিকার প্রেমিক ও তাঁর নূর থেকে সবচেয়ে বেশি অংশ লাভকারী যে মসীহ্ ও মাহ্দীর আগমনের কথা ছিল যার মাধ্যমে মানুষ আবার অন্ধকার থেকে আলোর দিকে পথ নির্দেশনা পাবে। আগমনকারী প্রতিশ্রুত মসীহ্ মাওউদ ও মাহ্দীয়ে মাওউদ-ই পুনরায় উম্মতকে এবং সমগ্র জগতকেও আবার ধর্ম-বিশ্বাস এবং কর্মের অন্ধকার থেকে বের করে নিয়ে আসবেন। যে তার সাথে মিলে যাবে, যে তাকে গ্রহন করবে, যে তার সাথে প্রকৃত সম্পর্ক রাখবে, যে দুনিয়ার বৃথা কর্ম থেকে আত্মরক্ষা করে তার সাথে কৃত অঙ্গীকার পালন করবে, সে-ই আল্লাহ্ তা'লার ফযলকে আকৃষ্ট করে জান্নাতের সুসংবাদ শুনবে।

সুতরাং যেখানে এই কথার মাধ্যমে এক আহ্‌মদীর হৃদয়ে প্রশান্তি লাভ হয় সেখানে চিন্তার বিষয়ও রয়েছে, তাই নিজের অবস্থার হিসাব নেয়াও প্রয়োজন। এই নূর থেকে কল্যাণ লাভের জন্য আল্লাহ্ তা'লা

يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا (সূরা তাগাবুন 64:10)

(আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস এবং সৎকর্ম)- এর শর্ত দিয়েছেন। আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমানের সাথে সৎকর্মও আবশ্যক। সুতরাং সর্বদা এ বিষয়টি দৃষ্টিপটে রাখা আবশ্যক যে, কোনটি সৎকর্ম আর কোনটি সৎকর্ম নয়। সমাজে ছোট ছোট কিছু বিষয় প্রকাশ পায়, উদাহরণ স্বরূপ আনন্দ উদযাপনে এ বিষয়টি দৃষ্টিতে রাখা প্রয়োজন যে, উৎসব পালনের ক্ষেত্রে আমাদের সীমারেখা কী? আর দুঃখ, শোক পালনের ক্ষেত্রে আমাদের শেষ সীমা কোথায়? সুখ আর দুঃখ,

এ দুটি মানুষের সাথে লেগেই থাকে। দু'টি বিষয়ই এমন যে এর মধ্যে কিছু সীমারেখা রয়েছে।

আজকাল দেখেন; মুসলমানদের মধ্যে খুশির উপলক্ষ্যগুলোতে যুগের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে বিভিন্ন ধরনের বেদাত এবং বৃথাকর্ম স্থান করে নিয়েছে। আর দুঃখের উপলক্ষগুলোতেও বিভিন্ন ধরনের বেদাত এবং সামাজিক কদাচার স্থান করে নিয়েছে। কিন্তু একজন আহমদীর এ বিষয়গুলোর উপর চিন্তা ভাবনা করা আবশ্যক, সে যে কাজই করছে তাতে কোন কোন ভাবে কল্যাণ দৃষ্টি গোচর হওয়া উচিৎ। আল্লাহ্ তা'লা এবং তার রসূল (সা.) যে সীমারেখা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন সেই সীমারেখার মাঝে অবস্থান করে প্রতিটি কাজ করতে হবে।

আমি যে খুশি ও আনন্দঘন অনুষ্ঠানের উল্লেখ করেছি এর মধ্যে থেকে একটা খুশিকে সবচেয়ে বড় খুশির অনুষ্ঠান মনে করা হয়- তা হলো বিয়েশাদির খুশি। আর এটা ফরজ। কিছু সাহাবী বলেছিলেন, খোদা তা'লার ইবাদতের জন্য আমরা চিরকুমার থাকবো, বিয়েশাদী করবো না। মহানবী (সা.) এটাকে অপছন্দ করেছেন এবং বলেছেন, "নেকী সেটা যা আমার সুন্নতের অনুসরণ করে আমার শিক্ষা অনুযায়ী করা হয়। আর আমি বিয়েও করেছি। রোযাও রাখি এবং ইবাদতও করি।" (বুখারী কিতাবুন নিকাহ্ বাবু তারগীবে ফিন নিকাহে হাদীস নং-৫০৬৩)।

মহানবী (সা.) এর ইবাদতের যে মানদন্ড তা কল্পনারও ধরাছোয়ার বাহিরে। সুতরাং একজন মুসলমানের জন্য কোন বাধা ও প্রতিবন্ধকতা যদি না থাকে তাহলে অবশ্যই যেন সে বিয়ে করে। এটা একটা ফরয কাজ। কিন্তু এতেও কিছু কদাচার দেখা দিয়েছে। বিশেষ করে পাকিস্তানী ও ভারতীয় সমাজে। যার সাথে ইসলামের শিক্ষার কোন সম্পর্ক নেই।

এখন কিছু রীতি পালনের জন্য এত ব্যাপকভাবে খরচ করা হয় যে, যেই সমাজে এসকল রীতি নীতি অনেক ধুমধামের সাথে পালন করে করা হয় সেখানে এ ধারনা প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে, হয়তো এটাও বিয়ের ফরযের অন্তর্ভূক্ত। আর এগুলো ছাড়া বিয়ে হতেই পারে না।

সমাজে মেহেদি পরানোর একটা রীতি আছে। একেও বিয়ের মতই গুরুত্ব

দেয়া শুরু হয়েছে। এতে দাওয়াত করা হয়, কার্ড ছাপানো হয়, স্টেজ সাজানো হয়। শুধু এটাই নয় বরং কয়েকদিন পর্যন্ত ধারাবহিক দাওয়াত অব্যাহত থাকে। বিয়ের পূর্বেই এটা চালু হয়। অনেক সময় কয়েক সপ্তাহ পূর্বেই এটা চালু হয়ে যায়। প্রত্যেক দিন নতুন স্টেজও সাজানো হয়। আর এ বিষয়ে হিসাব হতে থাকে, আজ এতো এতো খাবার রান্না করা হয়েছে। এসব রীতিনীতি এমন যা সামর্থহীনদেরকেও করায়ত্ব করে ফেলেছে। আর এর ফলে এসব লোক ঋনের বোঝায় জর্জরিত হয়ে যায়। অ-আহমদীরা তো আগে থেকেই এটা করতো। এখন অনেক আহমদী পরিবারেও অনেক বেশি মাত্রায় এ বৃথা রীতিনীতির উপর আমল হচ্ছে। অনেক পরিবার এতে জড়িয়ে পড়েছে। যুগ ইমামের কথা শুনে কদাচার থেকে বাঁচার পরিবর্তে তথাকথিত সামাজিকতার অনুসরনের ফলে এসব রীতিনীতির জালে তারা জড়িয়ে পড়ছে।

কয়েক মাস পূর্বেও আমি এ বিষয়ে দৃষ্টি আকৃষ্ট করেছিলাম। মেহেদি পরানোর রীতির ক্ষেত্রে বড় বড় দাওয়াত ও জাঁকজমকপূর্ণ আয়োজন করা থেকে নিজেদেরকে বিরত রাখা আবশ্যক। সেদিন এখানে লন্ডনে এক আহমদীর পরিবারে মেহেদির দাওয়াত ছিল। তিনি আমার খুতবা শুনে দাওয়াত বাতিল করে দেন এবং মেয়ের কয়েকজন বান্ধবীকে ডেকে খাবার খাইয়ে দেন। বাকি যে খাবার রান্না হয়েছিল তা বায়তুল ফুতুহর একটি অনুষ্ঠানে পাঠিয়ে দেয়া হয়। এরা হলেন সেই আহমদী যারা দৃষ্টি আকর্ষনের পর তাৎক্ষনিক ভাবে সাড়া দেন, আর পরে ক্ষমার জন্য চিঠিও লিখেন।

কিন্তু আমি পাকিস্তান এবং রাবওয়া থেকেও কিছু অভিযোগ পেয়েছি। কেউ কেউ প্রয়োজনের চেয়ে অধিক মাত্রায় এ রীতিনীতি পালন করছে। যেহেতু রাবওয়া অনেক ছোট শহর, তাই তাৎক্ষনিক যেকোন বিষয় দৃষ্টিগোচর হয়ে যায়। এজন্য আমি এখন স্পষ্টভাবে বলছি এ বৃথা রীতিনীতির অনুসরন করবেন না। এগুলো বন্ধ করুন।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এক স্থানে বলেন, **“আমাদের জাতিতে একটি মন্দ রীতি প্রচলিত আছে আর তা হল বিয়েতে শতশত টাকা বৃথা খরচ করা হয়।”** (মাজমুয়া ইশতেহারাত, প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা-৭০)

আজ থেকে শত বছর বা এরও পূর্বে, সে যুগে শত টাকা খরচ করাও অনেক

বড় খরচ ছিল। কিন্তু এখন তো শত নয় বরং লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করা হয়, নিজের সামর্থ্যের বাহিরে খরচ হয়। হয়তো এর জন্য পরিমাণ সেই যুগের শত শত টাকার চেয়েও অনেক বেশি হয়ে গেছে। বরং তিনি এটাও বলেছেন, আতশ বাজি ইত্যাদিও হারাম। (মালফুযাত,পঞ্চম খন্ড, পৃষ্ঠা-৪৯ নতুন সংস্করণ)

বিয়ে শাদীতে আতশ বাজি করা হয়। লোকেরা আজকাল বিয়ে উপলক্ষ্যে বাড়িতে আলোকসজ্জা করে। আর প্রয়োজনের চেয়ে অনেক বেশি করে। একদিকে তো পাকিস্তানে এটা আলোচিত বিষয়, সেখান থেকে আগত প্রত্যেকই বলে এবং পত্র-পত্রিকাতেও একই কথা লেখা হচ্ছে, বিদ্যুতের ঘাটতি,ঘন্টার পর ঘন্টা লোডশেডিং হয়, দ্রব্যমূল্যের উর্ধগতি মানুষের কোমর ভেঙ্গে দিয়েছে। অপর দিকে অনেকে প্রয়োজনের চেয়ে বেশি খরচ করে, অপচয় করে শুধু দেশেরই ক্ষতি করছে না বরং পাপও করছে। এজন্য পাকিস্তানে আহমদীদের এ বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত যাতে বৃথা খরচ না হয়। আর রাবওয়াতে যেন বিশেষভাবে এ বিষয়ে দৃষ্টি রাখা হয়। আর রাবওয়াতে এটা সদর উমুমীর দায়িত্ব। এ বিষয়ে নিগরানী করুন। বিয়েতে বৃথা খরচ, লোক দেখানো, নিজের প্রভাব-প্রতিপত্তির প্রদর্শন করা উচিৎ নয়। জামাতের উপর আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ ফযল। শোকের সময় যে রীতিনীতি পালিত হয় তা থেকে আহমদীরা নিরাপদ রয়েছে। ৭ম দিন, ১০ম দিন, ৪০তম দিন পালন করা, এটা গায়ের আহমদীদের রীতিনীতি, এতে আহমদীরা আমল করে না। এসব আচার অনুষ্ঠান অনেক সময় ঐ পরিবারের জন্য বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু সমাজের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কোন আহমদী যদি এ ধরনের কোন সামাজিক কদাচারে লিপ্ত হয়ে যায় তাহলে অন্যান্য সব রীতিনীতিও প্রচলিত হয়ে যাবে। আর পরে এমন বিষয় এখানেও চালু হয়ে যাবে।

অতএব প্রত্যেক আহমদীকে নিজের মর্যাদাকে বোঝা উচিত। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে অনুগ্রহ করে তাঁর মসীহ্ ও মাহ্দীর জামাতে অন্তর্ভূক্ত করেছেন। শামিল হওয়ার সৌভাগ্য দান করেছেন। এখন এটা ফরজ যেন সঠিক ইসলামী শিক্ষার উপর আমল করা হয়। বিয়েশাদীতে ইসলামী শিক্ষা অনুযায়ী যে অনুষ্ঠান বিয়ের জন্য তাই আবশ্যক। এর জন্য একটা অনুষ্ঠান করা যেতে

পারে, যদি সামর্থ্য থাকে তাহলে খাবার ইত্যাদিও খাওয়ানো যেতে পারে। তবে এটা আবশ্যক নয়। বরযাত্রী যারা আসবে সবাইকে বা অন্যদেরকে ডেকে খাবার খাওয়াতে হবে। যদি দূরদুরান্ত থেকে বরযাত্রী আসে তাহলে শুধুমাত্র বরযাত্রীকেই খাবার খাওয়ানো যেতে পারে। কিন্তু যদি দেশীয় আইন বাধা দেয় তাহলে খাবার ইত্যাদি বন্ধ রাখা উচিত। এবং সীমিত পরিসরে শুধু গৃহবাসীরা অথবা যে কয়েকজন বরযাত্রী আসে তারা যেন খাবার খায়। এক সময় পাকিস্তানে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়েছিল। এখন অবস্থা কি আমার জানা নেই। কিন্তু একটা সীমা পর্যন্ত বাধ্যবাধকতা এখনও আছে।

দ্বিতীয়ত ওলীমা (বউ ভাত) হল আসল নির্দেশ, যেন নিজের আত্মীয় স্বজনকে ডেকে তাদের দাওয়াত করা হয়। পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় ইসলামে বিবাহের দাওয়াতের একমাত্র আদেশ এটিই। কিন্তু সেক্ষেত্রেও আবশ্যক নয় যে, বড় ঘটা করে তা পালন করতে হবে। বরং যার যার সাধ্যানুসারে করবে।

সুতরাং আমি যেভাবে বলে এসেছি, আল্লাহ তা'লা আমাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে যে সকল সৎকর্ম করা হয় তা সবই ইবাদত বলে গন্য হবে। যদি এ বিষয়টি সর্বদা আমাদের দৃষ্টিতে থাকে, এতেই আমাদের মুক্তি নিহিত রয়েছে। এর দ্বারা আমরা বৃথা রিতি নীতি থেকে রক্ষা পাব, বিদাত থেকে বাঁচতে পারব, অপব্যয় থেকে বেঁচে চলতে পারব, বেহুদা বিষয়াবলী থেকে বাঁচতে পারব, যুলুম থেকেও বাঁচতে পারব। একটি বাহ্যিক অত্যাচার এমন যা অত্যাচারীরা করে থাকে। অন্যদিকে মানুষ না বুঝে মন্দ রীতি নীতি অনুসরনের মাধ্যমে তার প্রাণের উপরও যুলুম করে থাকে। আবার এ রীতি নীতিকে সমাজে প্রচলন করে দিয়ে তারা ঐ দরিদ্রদের উপরও যুলুম করে, যারা তাদেরকে এটা করতে দেখে মনে করে এটা আবশ্যকীয় কাজ সমূহের অন্তর্ভূক্ত। আর যে সমাজে বিদাত, যুলুম, বেহুদা কাজ কর্ম প্রভৃতির প্রচলন হয়, সে সমাজের লোকেরা তখন পরস্পরের অধিকার খর্ব করতে থাকে। আর যেভাবে আমি বলে এসেছি, তারা একে অন্যের উপর যুলুম করতে থাকে। আমরা যদি এথেকে বিরত থাকি, তবে একে অন্যের অধিকার হরণ করা থেকেও বাঁচতে পারব, যুলুম থেকেও রক্ষা পাব, আর আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনকারীও হতে পারব।

আজ আহমদীগণ ব্যাতিত আর কোন্ লোকেরা আছে যারা এমন সমাজ প্রতিষ্ঠার কথা বলে! যেখানে আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি এবং অন্যের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করার কথা হয়। আজ আহমদীরা ছাড়া আর কারা এ অঙ্গীকার করেছে যে, মন্দ প্রথা সমূহ এবং প্রবৃত্তি ও কামনা বাসনার অনুসরণ থেকে বিরত থাকবে। আজ আহমদীরা ছাড়া আর কে আছে যে এ অঙ্গীকার করেছে যে কুরআনী শরিয়তকে পরিপূর্ণ ভাবে শিরোধার্য করবে। আজ আহমদীরা ছাড়া আর কারা আছে যারা এ অঙ্গীকার করেছে যে, আল্লাহ তা'লা ও তার রসূলের বাণীকে তাদের সকল পথে বিধিবদ্ধ আইন বানাবে।

সুতরাং যেহেতু আহমদীরাই রয়েছে, যারা আল্লাহ ও তার রাসূল এবং কুরআন থেকে নূর লাভের জন্য যুগ ইমামের সাথে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছে, যা বয়াতের শর্তাবলীর অন্তর্ভূক্ত। এখন নিজেদের এ অঙ্গীকার আমাদের পালন করা প্রয়োজন। এ অঙ্গীকার পালনের মাধ্যমে আমরা শয়তানের থাবা থেকে নিজেদের ছাড়িয়ে নিচ্ছি, তাতে জড়িয়ে পড়ছি না। খোদা এবং তাঁর রসূলের কথার উপর আমল করে আমরা নিজেদের নিরাপত্তার উপকরণ সৃষ্টি করছি। আমাদের বিচক্ষণতা ও অন্তঃদৃষ্টিকে তীক্ষ্নতা ও জ্যোতি দান করছি। আমাদের সতিত্ব ও পবিত্রতাকে সুরক্ষা দান করছি। আমাদের লজ্জা-শরমের মান উঁচু করছি। ধৈর্য্য এবং স্বল্পে তুষ্টতার শক্তি নিজেদের ভেতর সৃষ্টি করার চেষ্টা করছি। নিজেদের ভেতর ধার্মিকতা এবং খোদাভীরুতা সৃষ্টির চেষ্টা করছি। নিজেদের ঈমানে দৃঢ়তা সৃষ্টির চেষ্টা করছি। নিজের আমানত আদায়ের চেষ্টাও করছি। আল্লাহ্ তা'লার প্রতি ভয়, আল্লাহ্ তা'লার ভালবাসা এবং একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্ তা'লার প্রতি অবনত হওয়ার উচ্চ মানদন্ড নিজেদের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করছি, যেন আমরা আমাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য অর্জন করতে পারি। সুতরাং যদি অন্ধকার থেকে বের হতে চাও, নূর লাভ করতে চাও, যুগ ইমামের হাতে বয়াতের প্রকৃত হক আদায়কারী হতে চাও, তাহলে জাগতিক বিষয়াদি থেকে মুক্ত হতে হবে। নিজের ভেতর পবিত্র পরিবর্তন সৃষ্টি করতে হবে। নিজেকে উচ্চ চরিত্র অর্জনের দিকে ধাবিত করার জন্য অনেক চেষ্টা সাধনা করতে হবে।

নিজের ভেতর উচ্চ মানের লজ্জা সৃষ্টির বিষয়ে পূর্বে আমি উল্লেখ করে এসেছি। লজ্জা এমন জিনিস যা ঈমানেরও অংশ। যেভাবে আমি শুরুতেই

বর্তমান যুগের আবিষ্কারাদি সম্পর্কে বর্ণনা করেছি, টিভি, ইন্টারনেট প্রভৃতি লজ্জার মানদন্ডের ইতিহাসকেই পরিবর্তন করে দিয়েছে। খোলা মেলা অশ্লীলতা প্রদর্শনের পরও বলছে এগুলো কোন অশ্লীলতাই নয়। সুতরাং একজন আহমদীর লজ্জার মানদন্ড এমন হওয়া উচিৎ নয়, যেমনটি টিভি, ইন্টারনেটে অন্যরা দেখে। এটি শুধু লজ্জার অবমাননাই নয়, বরং কামনা-বাসনা ও প্রবৃত্তির কাছে আত্মসমর্পনের শামিল। পর্দাহীনতা এবং নির্লজ্জতা বাস্তবিক অর্থে কিছু কিছু আহমদী পরিবারের লজ্জার মানদন্ডই পাল্টে দিয়েছে। যুগ উন্নত হয়ে গেছে এ বাহানায় এমন কিছু কথা বলা হয়, এমন কিছু আচরণ করা হয়, যা কোন ভদ্র মানুষই দেখতে পারবে না। যদিও বা তারা স্বামী স্ত্রী হয়। এমন কিছু আচরণ রয়েছে যা অন্যের সামনে প্রকাশ করা হলে তা শুধু অবৈধই হবে না, বরং পাপ বলে গন্য হবে। সুতরাং আহমদী পরিবার গুলো যদি নিজেদেরকে এ সকল নির্লজ্জতা থেকে পবিত্র না রাখে, তবে তারা সেই অঙ্গীকারও পূর্ণ করল না এবং নিজেদের ঈমান বিনষ্ট করল, যে অঙ্গীকারের নবায়ন তারা এ যুগের ইমামের হাতে করেছে।

রসূলুল্লাহ্ (সা.) পরিস্কার বলেছেন, اَلْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيْمَانِ অর্থাৎ **“লজ্জাও ঈমানের একটি অংশ।”** (মুসলিম কিতাবুল ঈমান, বাব শুবাউল ঈমান ওয়া আফযালুহা..,হাদীস নং-৫৯)

সুতরাং বিশেষভাবে তরুন প্রজন্মের আহমদীদের এ বিষয়টি দৃষ্টিতে রাখতে হবে, বর্তমান যুগের নোংরা বিষয়াদি মিডিয়াতে দর্শন করে তারা যেন এর ফাঁদে আটকে না যায়। নতুবা তারা ঈমান থেকেও বঞ্চিত হবে। এসকল নোংরামীর প্রভাবেই কখনো কখনো জামাতের কিছু লোক শালীনতার সমস্ত সীমা ছাড়িয়ে যায়, আর এ কারণে কাউকে কাউকে জামাত থেকে বহিস্কার করার ব্যবস্থাও করতে হয়। সর্বদা এ বিষয়টি যেন মাথায় থাকে যে আমার সব কাজ আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে।

একটি হাদীসে এসেছে, মহানবী (সা.) বলেছেন, **“নির্লজ্জতা নির্লজ্জ ব্যাক্তিকে কুশ্রী বানিয়ে দেয়, আর লজ্জা-শরম লজ্জাশীল ব্যাক্তিকে সৌন্দর্য্য দান করে আর তাকে অতীব সুন্দর বানিয়ে দেয়।”**(তিরমিযি কিতাবুল বিররে ওয়াস্‌সালাত বাব মা জাআ ফিল ফাহশে ওয়াল তাফহাশে হাদীস নং-১৯৭৪)

আর এ সৌন্দর্য্য মানুষের ভেতর পূণ্যকাজ করার প্রতি অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করে।

একটি হাদীসে বর্নিত হয়েছে মহানবী (সা.) বলেছেন,"হৃদয়ে আল্লাহ্ তা'লার প্রতি এমন লজ্জা থাকতে হবে, যেমন আল্লাহ তা'লার হক রয়েছে। সাহাবারা তখন বললেন, এটা আমাদের উপর আল্লাহ তা'লার ফযল যে তিনি আমাদের লজ্জা দান করেছেন। মহানবী (সা.) বলেন এভাবেই নয় বরং যে ব্যক্তির লজ্জা শরম আছে সে তার মাথা এবং এর মাঝে পুঞ্জীভূত চিন্তা ভাবনার সুরক্ষা করে। (আর একেই লজ্জা বলা হয় যে, নিজ মস্তিষ্কে আগমনকারী চিন্তা ভাবনার সুরক্ষা কর।) পেট এবং এর মাঝে যে খাবার সে ভরে তারও সে হিফাজত করে। মৃত্যু এবং পরীক্ষাকে স্মরণ রাখা প্রয়োজন। যে ব্যক্তি পরকালের প্রতি দৃষ্টি রাখে সে জাগতিক জীবনের সৌন্দর্যের চিন্তা ভাবনাকে পরিত্যাগ করে। সুতরাং যে ব্যক্তি এরূপ জীবন যাপনে অভ্যস্ত হল সে প্রকৃত পক্ষেই খোদার প্রতি লজ্জা প্রদর্শন করলো।"(তিরমিযি কিতাব সেফাতুল কেয়ামতে ওয়ার রাকায়েক..., বাব ৮৯/২৪, হাদীস সংখ্যা ২৪৫৮)

এটি রসূলে পাক (সা.)-এর ফরমান। সুতরাং যেসব চিন্তা-ভাবনা মাথায় আসে তা আল্লাহ তা'লার প্রতি লজ্জা প্রদর্শন করে আসা উচিৎ। কোন মন্দ চিন্তা ভাবনা যদি আসেও তা ইস্তেগফারের মাধ্যমে দ্রুততার সাথে পরিত্যাগ করা উচিৎ। যখন চিন্তা ভাবনা পবিত্র হবে তখন আমলও পবিত্র হবে। বৃথা কার্যকলাপ এমন মানুষের অন্তরে কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না। এভাবে মানুষ তার আয়ের ক্ষেত্রে হালাল পথ যেন অবলম্বন করে এবং পরিশ্রম করে আয় করে। অন্যের টাকা কেড়ে নেবার চেষ্টা না করে, অন্যায় উপায়ে অর্থ উপার্জন না করে বরং পরিশ্রম করে আয় করে। পাকিস্তান এবং এর আশপাশের এলাকায় ঘুস খুব সাধারণ ব্যপার। এগুলো বৈধ আয় নয়। তিনি (সা.) এ কথাই বলেছেন যে, তোমাদের পেট এবং এর মাঝে যে খোরাক ভরছো তারও হেফাযত কর। সুতরাং বৈধ উপার্জন দিয়ে নিজের এবং নিজের পরিবারের পেটের চাহিদা পূরণ কর। এভাবেই লোকেরা আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের প্রতি সত্যিকার ঈমান আনয়নকারী হয়।

আল্লাহ্কে পাবার জন্য হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর একটি দোয়া হলো,

"হে আমার শক্তিশালী খোদা! হে আমার প্রিয় পথ প্রদর্শক! তুমি আমাদেরকে সেই পথ দেখাও যেখানে পবিত্রচেতা লোকেরা তোমাকে লাভ করে। এবং আমাদেরকে এমন পথ থেকে বাঁচাও যে পথ কেবল কামনা-বাসনার অনুসরণ করে, অথবা হিংসা-বিদ্বেষ সূচনা করে অযথা জাগতিক লোভ লালসা জাগ্রত করে।" (পয়গামে সুলেহ, রুহানী খাযায়েন, খন্ড-২৩ রাবওয়া থেকে প্রকাশিত)

সুতরাং আমাদের চেষ্টা করা উচিৎ, আমরা যেন আমাদের অঙ্গীকার পালন করে, বয়াতের প্রকৃত অর্থ অনুধাবন করে, প্রকৃত ঈমান আনয়নকারীদের মাঝে যেন অন্তর্ভুক্ত হতে পারি। সর্বদা স্মরণ রাখা প্রয়োজন, আমরা সেই নবীর মান্যকারী যিনি আমাদেরকে সঠিক পথ প্রদর্শন করেছেন। আমাদেরকে ভাল-মন্দের পার্থক্য শিখিয়েছেন। এর পরও যদি আমরা জাগতিকতায় পড়ে কুসংস্কার অথবা বেহুদা জোয়াল আমাদের গলায় পরে রাখি তাহলে না আমরা ইবাদতের অধিকার আদায় করতে পারব আর না নূর থেকে অংশ লাভ করতে পারব।

কুরআন করিমে আল্লাহ তা'লা রসুলে করিম (সা.) সম্বন্ধে বলেছেন,

يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهٰهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبٰتِ وَيُحَرِّمُ
عَلَيْهِمُ الْخَبٰٓئِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ اِصْرَهُمْ وَالْاَغْلٰلَ الَّتِيْ كَانَتْ عَلَيْهِمْ ؕ

(সূরা আল আরাফ 7:158)

অর্থাৎ যারা তার উপর ঈমান আনয়নকারী তাদেরকে পুন্য কর্মের আদেশ দেয় এবং তাদেরকে মন্দ কথা থেকে নিষেধ করে। আর তাদের জন্য পবিত্র জিনিস বৈধ আখ্যা দেয় এবং অপবিত্র জিনিস অবৈধ আখ্যা দেয় এবং তাদের থেকে তাদের বোঝা যা তাদের ঘাড়ে যে বেড়ি আকারে পরানো আছে তা অপসারণ করে দেয়। পূর্বের জাতি ও বংশধরগণ কুসংস্কারে নিমজ্জিত ছিল। নিজেদের ধর্মকে ভুলে কুসংস্কারে নিমজ্জিত হয়ে ইহুদি এবং খৃষ্টানেরা গলায় বেড়ি পরিহিত ছিল। বর্তমানে কতিপয় মুসলমানদের মাঝেও ঐ অবস্থা সৃষ্টি হচ্ছে। আর আমাদের মাঝেও তা সৃষ্টি হলে আমরা কিভাবে এ দাবী করতে পারি যে আমরা এ মুহুর্তে রসূলে করিম (সা.)-এর বাণীকে জগতে পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ব নিয়েছি? সুতরাং এ বেড়ি আমাদের অপসারণ করতে হবে। সুতরাং এ বিষয়টি সর্বদা সামনে রাখুন, আমরা সেই নবীর প্রতিও ঈমান

এনেছি যিনি আমাদের জন্য হালাল ও হারামের মাঝে পার্থক্য উল্লেখ করে ধর্মের ব্যপারে ভুল ধারণার বেড়ি আমাদের ঘাড় থেকে নামিয়ে ফেলেছেন। কিন্তু আমি যেভাবে বলেছি যে, মুসলমানদের দুর্ভাগ্য, তারা স্পষ্ট হেদায়েত পাবার পরেও কিছু বেড়ি তাদের ঘাড়ে পরে আছে।

কিন্তু আমরা আহমদীরা মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর কাছে বয়াতের অঙ্গীকার করার পর এ সত্যকে দ্বিতীয়বার বুঝেছি যে এ বেড়ি নিজেদের ঘাড় থেকে কিভাবে অপসারণ করতে হবে। আল্লাহ্ তা'লার এহসান যে আমরা কবরের উপর সেজদা করা থেকে রক্ষা পেয়েছি। পীর পূজা থেকে আমরা রক্ষা পেয়েছি। কোন কোন জায়গা থেকে দু-একটি অভিযোগ অবশ্য আসে তবে সাধারণ ভাবে বিভিন্ন ধরণের কুসংস্কার থেকে আমরা রক্ষা পেয়ে আছি। কিন্তু যেভাবে আমি বলেছি, কিছু কিছু বিষয় আমাদের মাঝেও পরিলক্ষিত হচ্ছে। অবাধ ভাবে যদি আমরা অসাবধান হয়ে অগ্রসর হতে থাকি তাহলে এ বেড়ি আমাদের গলায় পড়ে যাবে যা আমাদের গলা থেকে রসূলে করিম (সা.) অপসারণ করেছেন এবং যাকে এ-যুগে মসীহ্ মওউদ (আ.) আবার ঝেড়ে ফেলার উপদেশ প্রদান করেছেন। তখন আমরা ধর্ম থেকে দূরে সরে যেতে থাকব। আর এটি স্পষ্ট যে এমনি অবস্থা যখন হয়ে যাবে তখন আমরা জামাত থেকেও দূরে সরে যাব। কেননা জামাতের সাথে সে-ই সংযুক্ত থাকতে পারে যে নূর থেকে অংশ গ্রহণ করে। যে আল্লাহ্ এবং তাঁর রসুল এবং তাঁর কিতাবে অংশ গ্রহণ করে। যে আল্লাহ্, তাঁর রসূল ও তাঁর কিতাব থেকে অংশ নেয় না সে নূর থেকেও অংশ নেয় না। আর নূর থেকে অংশ লাভের চেষ্টা না করে সে ঈমান থেকেও দূরে সরে যাচ্ছে। এটি এমন একটি চক্র যা চলতেই থাকে। সুতরাং সর্বদা নিজের অবস্থার হিসাব নেয়া প্রয়োজন। রসূলে করিম (সা.) স্বয়ং নূর ছিলেন, আর আকাশ থেকে পরিপূর্ণ নূর তাঁর ওপর অবতীর্ন হয়েছিল। তিনি এ দোয়া করতেন হে আল্লাহ্! তুমি আমার হৃদয় এবং আমার বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে নূর দান কর। (বুখারী কিতাবুত দাওয়াত বাব আদদুও ইয়ানতাবাহা মিনাল্ লাইলে হাদীস নং-৬৩১৬)

এ দোয়া প্রকৃত পক্ষে আমাদেরকে শেখানো হয়েছে। সর্বদা নিজেদের চিন্তা-ভাবনা এবং নিজেদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে নিজেদের ভাবনা নিজেদের মস্তিষ্ক নিজেদের শরীরের সকল অংশ আল্লাহ্ তা'লার শিক্ষা অনুযায়ী ব্যবহার করার

চেষ্টা কর এবং এর জন্য দোয়া কর। মাথাও যেন পবিত্র চিন্তা ভাবনা সৃষ্টি করে আর আমলও যেন আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা করে। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে সৌভাগ্য দান করুন। আমরা যেন আমাদের ঈমানে দৃঢ়তা সৃষ্টি করতে পারি। আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের কথার প্রতি আমরা যেন আমল করতে পারি। বেহুদা রীতি-নীতি থেকে যেন বেঁচে থাকতে পারি। জাগতিক লিপ্সা এবং জুলুম থেকে যেন দূরে থাকতে পারি। আর আল্লাহ্ তা'লার নূর থেকে আমরা যেন সর্বদা অংশ লাভ করতে পারি। দুর্ভাগ্য যেন আমাদেরকে কখনো এ নূর থেকে বঞ্চিত না করে। আমীন